বাজ্‌ছে। সেই পরম মধুর আনন্দনিস্যন্দিনী আখ্যায়িকাটির এই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পাঠকের ভাল লাগবে কিনা জানি না —কিন্তু আমি আনন্দসহকারে পূর্ব্ব স্মৃতির ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার সঙ্গে একটু লীলা করে নিয়েছি। এই সকল উপাখ্যান —পুরাতন কাসুন্দীর ন্যায় কোন কোন পাঠকের অরুচিজনক হবে কিনা, বলতে পারি না। কিন্তু আমার নিকট আজন্ম শুনেও এই সকল প্রসঙ্গ একেবারেই পুরাতন হয় নি—সর্ব্বদাই একটা আনন্দের প্রেরণা দিতেছে। সুতরাং কে কি বলিবেন তাহা ভাবিয়া মনকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারছি না।

উপসংহারে বক্তব্য—অসুস্থতা বশতঃ ভাল ক'রে প্রুফ্‌গুলি দেখ্‌তে পারি নি। এজন্য অনেক ভুল র'য়ে গেছে। এক জায়গায় নকলকারীর দোষে 'কুটিলা'র জায়গায় 'জটিলা' হয়েছে। আমি অপরাধ স্বীকার কচ্ছি, যাঁদের দয়া আছে, তাঁরা মার্জ্জনা করবেন।

৭নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।
২৬শে বৈশাখ, ১৩৩২

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

কানুপরিবাদ



যশোদার আঙ্গিনায়।

বলাইর শিঙ্গা বেজে উঠেছে।

ব্রজ শিশুরা তাড়াতাড়ি সেজে গুজে যশোদার আঙ্গিনার দিকে ছুটেছে। রাত্রিরটি কানু ছাড়া হয়েছিল—সুপ্রভাতে শত শত নীল পদ্মের চাইতে সুন্দর কৃষ্ণের মুখখানি দেখবে—তাই কেউ শিঙ্গা বাজিয়ে, কেউ বেণু হাতে কেউ বা পাঁচনবাড়ি হাতে নন্দের বাড়ীর দিকে হাসি মুখে ছুটে আস্‌ছে।

প্রথমে এগিয়ে এলেন সুদাম। মাথায় মস্তবড় রঙ্গিণ পাগড়ী, বর্ণটি প্রাতঃকালের সদ্য ফোটা চাঁপা ফুলের মত, দুই বাহুতে সোণার অলঙ্কার ঝলমল করছে, কিন্তু সোণা ছাপিয়া উঠেছে সোণার রং, মণির

হার ছাপিয়া উঠেছে বৃন্দাবনের নানাবর্ণের সুগন্ধ ফুলের মালা। গলায় মুক্তার মালা, কিন্তু তার সঙ্গে গরু বাঁধিবার দড়িটি ঝুলছে। সুদামের পাছে অংশুমান, তার মাথার ময়ূরপুচ্ছটি বাতাসে নড়ছে ও তার কোলে একটি সাদা ধবধবে বাছুর। তার কাঁধ ধরে এসে দাঁড়াল বসুদাম,—গম্ভীর মূর্ত্তি, পাঁচনবাড়িটি ডান হাতে উঁচু করে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। কত নাম করব। যশোদার আঙ্গিনায় যেন নানা রঙের ফুল ফুটে উঠল, কোনটির বর্ণ শ্যাম, চোখ জুড়ানো দুর্ব্বাদল শ্যাম, কোনটি কালো—যেন নব মেঘের লহরী, কেউ শ্বেত পদ্মকে লজ্জা দিচ্ছে, কেউ চাঁপা ফুলের গরবে ফুটে উঠেছে, কেউ দোহারা, কেউ নধর কান্তি—তারা এসে দেখলে মা যশোদার কোলে বসে কিশোর কানু হাসছে। যশোদা বলাইএর শিঙ্গা শুনেছেন,—একা নিরস্ত্র পথিক দস্যুর চীৎকার শুনে যেমন করে আথিবিথি নিজের ধনরত্ন লুকিয়ে রাখিবার চেষ্টা করে, তেমনই করে তিনি কানুকে আগ্‌লে আঁচলে লুকোচ্ছেন।



কেমন করে যেতে দেবেন ? কংসের চর রাতদিন ঘুরছে, গোষ্ঠে পাঠিয়ে যে তিনি মণিহারা ফণীর ন্যায় পাগল হয়ে থাকেন, তিনি সুদামের দিকে চেয়ে স্পষ্ট করে বল্লেন। "আজ কানুকে যেতে দিব না," ঐ এক কথায় সুদামের চোখ জলে ভরে গেল, রাখালদের আনন্দ সূর্য্যের তাপে কুমুদ ফুলের ন্যায় শুকিয়ে গেল,—কারু হাতের পাঁচনবাড়ি পড়ে গেল, কেউ সখার কাঁধে ভর দিয়ে বিমনা হইয়া দাঁড়াল, কেউ বা মিনতির চোখে কানুর দিকে চেয়ে রইল, কানু সেই দৃষ্টিতে ব্যথিত হয়ে উঠ্লেন।

যশোদা বল্লেন—"রোজ রোজ এমন কষ্ট কেমন ক'রে সইব ? আমার ছেলেকে তো আমি ভাল করে চিনি, কাপড় খানি খুলে গেলে নিজে তা পরতে পারে না,—কতদিন দেখেছি কটি থেকে কাপড় খসে পায়ে বেড়ী লেগেছে,—দুহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে পথে দাঁড়িয়ে আছে, কাপড়ের বেড়ী খুলতে না পেরে এগুতে পারছে না। ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ক্ষুধা হ'লে একা একা বাড়ী ফিরতে চেয়েছে,—

এই ব্রজের পথটা এত চেনা,—এর মধ্যেই পথ হারিয়ে দুটি সজল চোখে কাকে জিজ্ঞাসা করবে ঠিক করতে পাচ্ছে না। আমি হঠাৎ পথে যেতে দেখতে পেয়ে মুখ খানি আঁচলে মুছিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। এমন অবোধ বাছা, রোদে শুকিয়ে যায়, জলে ভেসে যায়,—একে কেমন করে ছেড়ে দেব? শুনেছি কংসের চর এলে এই শিশুকে তার মুখে ছেড়ে দিয়ে তোরা চলে যাস্। কোন্ মুখে আবার একে নিতে এসেছিস।"

উত্তর প্রত্যুত্তর

সুদাম বল্লে—"এই ব্রজে তুমি একটি মাত্র মা নও, আমাদের সবার মা আছে। কংসের চর আমাদের মারতে এলে কানু নিজে এগিয়ে যায়, আমরা তো ওর পায়ের বেড়ার মত ওকে জড়িয়ে ধরে রাখি। কি করব মা? তোমার ছেলে ত তা শোনে না, ওর পায়ে



কাঁটা ফুটলে যে মা আমাদের বুকে শেল ফোটে—কিন্তু এই শিশুটিকে সামান্য মনে কোর না, বড় বড় অসুরকে টিকি ধরে আকাশে উঠিয়ে গলা টিপে মারে, তুমি তো শকট ভাঙ্গাটা দেখেছ, বড় দুটো অর্জ্জুন গাছ কি করে হামাগুড়ি দিতে দিতে ভেঙ্গেছিল তা দেখেছ, পুতনা রাক্ষসীর স্তন চুষে তাকে কি করে মেরেছিল—সেও তো তোমার চোখের সামনে ঘটেছে মা, তা তো জান।"

যশোদা কাতর কণ্ঠে বল্লেন, "শকটটা ভূমিকম্পে চুরমার হয়েছিল, অর্জ্জুন গাছ দুটো কত পুরানো,—তাদের সার কিছু ছিল না, তারা আপনি পড়ে গেছিল। পুতনা সন্ন্যাস রোগে মারা পড়ে,—কেন তোদের কি মনে নেই, ও পাড়ার রঘু গয়লা নিয়ে ফিরে বাড়ী আসছিল, পাগড়ীটা হঠাৎ মাটীতে পড়ে যায়, আর তাই কুড়োতে গিয়ে অমনি ধপাস্ করে ভূঞে পড়ে তখনিই মরে যায়,—পুতনা তেমনি মরে গেছে,—তোরা তিলকে তাল করে এই শিশুকে একটা মস্ত বড় বীর মনে করেছিস, তোরা কি দেখছিস না, এর



কোমল মুখখানিতে সাদা চন্দন দিয়ে তিলক আঁক্‌তে আমার হাত কেঁপে উঠে, পাছে ব্যথা পায়। নূপুর পরাতে গেলে কতবার 'উহু' করে ওঠে, তোরা কি দেখ্‌ছিস না বাছা আমার যেন ফুল দিয়ে গড়া,—একটু রোদ্দুর লাগলে যেন এলিয়ে পড়ে, তোরা একে মস্ত একটা বীর ঠাওরিয়েছিস। একে তোদের সঙ্গে দিয়ে,—আমি একবার ঘর, একবার বা'র এমনি করে দিন কাটাই, ঝড়ের শব্দ শুনলে বুক কেঁপে ওঠে, মনে হয় বুঝি কংসের চর এসে সর্ব্বনাশ করলে, বেলা হ'তে থাকে, আর ভাবি কানু ক্ষুদা তৃষ্ণায় কোন গাছের নীচে এলিয়ে প'ড়ে আছে—কেন, এত কষ্ট সইব কেন? কানু তো রাজার ছেলে, ওকে গোঠে না পাঠালে কি চলে না?"



অংশুমানের উক্তি

অংশুমান আর থাক্‌তে পারলে না, সে শিঙ্গা হাতে বসুদামকে ঠেলে ফেলে এগিয়ে এসে বল্লে "কানু, তুই যাবি কি না বল্ আমরা কার চাঁদমুখ দেখে ভুলে আছি? ও মুখ না দেখলে আমরা বাঁচব না। আমাদের সকল আয়োজন নষ্ট, সকল খেলা বৃথা হবে। তোর মা ই কেবল তোর জন্য ভাব্‌তে জানেন, আমরা সব ভুঁইফোড়, এমন ধারা কথা আমাদের মা সকলেরাও বল্‌তে জানে, অমন কত কথা আমরাও শুনে থাকি,—তোর মায়ের আদর জানা আছে, পিঠ খুলে দেখ্, চুরি করে ননী খেয়ে যে মার খেয়েছিলি, তার দাগ এখনও আছে",—এই বলে মা যশোদার কোল হতে কানুকে টেনে এনে ডান হাত-খানি দেখিয়ে বল্লে, "ত্যাখ এখনও তোর মায়ের দড়ি বাঁধবার দাগ মিলায় নি।"

এবার যশোদার চক্ষে জল এল, সেই দাগ দেখে মুখে আঁচল চাপ্‌লেন, আর কথা বেরুল না। অংশু-

মানের কণ্ঠস্বব আরো উত্তেজিত হযে উঠ্‌ল—সে বলে যেতে লাগল, "জিজ্ঞাসা কর মা কানুব কাছে—ওব পক্ষ হ'তে যেয়ে খেলাব সময় বলাইদাব হাতে কত মার খেযেছি ; কানু হেরে গেলে বলাইদা ওব কাঁধে চডে না, ওর পক্ষে থাকি বলে তিনি আমাব কাঁধে চড়েন, ও সে কি ভাব। মনে হয যেন গিবি-গোবর্দ্ধনটা আমার কাঁধে চেপে বস্‌ল। তবু কানুকে যে রেহাই দিযেছি, এই আনন্দে দর দব করে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে, নিজের শবীরেব কষ্ট আমার জ্ঞান থাকে না। মা, তুই কি আমাদের থেকে কানুকে বেশী ভালবাসিস্? আমবা রাতে যে ঘুমিযে থাকি, তখনও কানুকে স্বপনে দেখি, বিছানাটা হাতড়িয়ে ভুল করে কানুকে খুঁজতে থাকি।

কানাই রাজা

বসুদান বল্লে "মা, আমরা যমুনার পাড়ে কি খেলা খেলি, তা জান ?—কানুকে রাজা করে খেলি, বলাই দা কানুর মাথায় ছাতা ধরেন,—ছাতা ধরে কি করেন জান ? কানুর মুখ দেখেন আর কেঁদে কেঁদে আনন্দে মেতে উঠেন, সুবল চামর ধরে ব্যজন করে আর সুদাম শিখিপুচ্ছের মুকুট মাথায় পরিয়ে দেয়, শ্রীদাম দূত হয়ে কানু-মঙ্গল ঘোষণা করে, আমি কি করি জান ? আমি জোড়হস্ত হয়ে কানুর স্তুতি করি,—ঠিক বলছি কংস রাজা এলেও তেমন স্তুতি আমার মুখ দিয়ে বেরবে না,—মনে হয়, কানু সত্য সত্যই রাজার রাজা। স্তুতি-কথা বল্‌তে বল্‌তে আমার অঙ্গ সুখে কাঁটা দিয়ে উঠে ও দর দর চোখ দিয়ে জল পড়ে।"

যশোদা অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। কি করবেন,—কানুকে সাজাতে লাগলেন,—মাথায় চূড়া এঁটে বাঁধলেন,—ময়ূরপুচ্ছ মাথায় পরিয়ে দিলেন, কপালে

তিলক কেটে হাতে কানুর চিবুক ধরে চাঁদমুখ দেখ্‌তে লাগলেন, বুক যেন ফেটে যেতে লাগ..., আবার ধৈর্য্য ধরে কেয়ূর বালা ও ...র পরাতে লাগলেন। তারপর নীলপা... ...ত পা দুখানিতে নূপুর পরাবার সময় রা...র সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া গেল, এবার চোখে... জল থামাতে পারলেন না। এতক্ষণ কানুর অমঙ্গল আশঙ্কায় যে অশ্রু পড়তে দেন নাই, তা ...এন সংযমের পাষাণ ভেদ করে গঙ্গা হয়ে ছুটল—যশোদা এবার সাজানো ছেড়ে দিলেন, এবং বল্লেন, "কিছুতেই আমি কানুকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব না—তোরা আমায় যে শাস্তি হয়, তা দে—আমি নিষ্ঠুর। আমি কানুর গায়ে হাত তুলি, সব কবুল, কিন্তু আমি কানুকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব না,—তোদের মা আছে কিন্তু আমি এত ব্যাকুল হই কেন, আমি নিজেই বুঝি না, এখন মাকে মেরে ছেলেকে নিতে চাস্‌, তো এই বুক পেতে দিচ্ছি আমাকে মার।" যশোদার চোখের জল কে থামাবে।

কানু মায়ের কোল থেকে নেবে দাঁড়িয়ে ছিল, সে



সুবলের হাত ছেড়ে দিয়ে, পুনরায় হাত জোড করে বল্লে—"ভাই, আজকাব দিনটা মাপ কর, মাকে এমন দেখে আমি কি কবে যেতে পাবি।"

দেব গোষ্ঠ

সব রাখাল ছবিব মত হয়ে দাঁড়াল, তাবা কি করবে বুঝ্‌তে পারল না, সুবল হাত জোড করে যশোদাকে বল্‌তে লাগ্‌ল।

"মা, তুমি বিশ্বাস কর আব না কব, কিন্তু আমরা জানি কানুব বিপদ নেই, আমাদের সমস্ত বিপদ কানু কাটিযে দেয, খেলার সময কানুকে তো আপনাব জনই মনে করি। কিন্তু কানু আমাদের কাছে এক বহস্য। কি গুণে কানু আমাদিগকে টান্‌ছে, বলতে পাবি না, কিন্তু কানু ছাড়া আমরা কায়া ছাড়া ছাযাব মতন, কানুকে না পেলে আমরা বাঁচব না,—কি আনন্দে থাকি কেমন করে জানাব। এই আনন্দ গেলে জীবনের কি থাকে ?

✳ কানুপরিবাদ ✳



"তুমি যা ভাবছ তা নয়। কি সব লোক এসে যে কানুকে রক্ষা করে, তা আর কি বলব। আমরা ব্রজের বালক ব্রজের পথ ঘাট সবই চিনি, কিন্তু এমন ধারা একজন লোক 'ত আমরা আগে কখনই দেখি নি। লাল সিন্দূর গায় মেখে কে এক পুরুষ এসে কানুকে প্রণাম করতে থাকেন, তার মাথাটা হাতীর মত, শুঁড়টা দোলাইয়া কি এক রকম গানের সুরে মন্ত্র আওড়ান্। কানু তা স্তব্ধ হয়ে শোনে, আমরা সেই শুঁড়ের দোলানো দেখে ভয়ে পালিয়া যাই—কিন্তু সেই মধুর মন্ত্র নেশার মত আবার আমাদিগকে টেনে আনে। আর একজন আসেন, কত রাজার ভাণ্ডারের মণি-মাণিক্য তার গায়ে, হাতে পাঁচনবাড়ির মত একটা লোহা—তা রোদে ঝক্ ঝক্ করে ওঠে, মনে হয় তা দিয়ে ছুঁলেই প্রাণ চলে যাবে, ইনি কোন রাজা হবেন। সাদা ধবধবে মস্ত বড় হাতীর উপর চেপে ইনি কানুকে জোড় হাত করে কি বল্‌তে থাকেন,—সে কথা আমরা বুঝি না, কিন্তু কানু আনমনে বাঁশী হাতে বসে থাকে,



যদি বা দৈবক্রমে কানু তার দিকে চেয়ে একটু হেসেছে, তবে সে ধন্য হয়ে, হাতীর পিঠ থেকে নেমে কানুকে প্রণাম করতে থাকে। আমাদের ভয় হয়, মা, এত বড় মিন্সেটা আমাদের একটুখানি কানুকে প্রণাম করে কি অকল্যাণ করছে। তারপর একজন আসেন, তার আগুন বর্ণ, চারটা মুখ,—একটা পুঁথি পড়েন। সে কি সুর, যমুনায় ঝড় উঠলে যেমন সুর উঠে তেমনি সুর, কানু তার দিকে চাইলেই তিনি পড়া রেখে কানুকে প্রণাম করেন। কিন্তু তারপর যিনি আসেন তার কীর্ত্তি শোন বলছি, পাগলের মত সে, বাঘের ছালের নেংটী পরা হাতে শিঙ্গা, মাথায় জটাজূট, সেই জটার মধ্য থেকে সাদা সাদা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে, সেই জলের ধারার সঙ্গে তার চোখের জল মিশে যাচ্ছে, এত জটা, গায়ে ছাই মাখা। কিন্তু মুখখানি যেন একটা শ্বেত পদ্ম। আমাদের বলাইদার মাথায় যদি জটা থাক্‌ত, তবে ঠিক এই লোকটার মুখের মত দেখাত। কানু তাকে পেয়ে যেন নেচে ওঠে। আর যারা



আসে তাদের দিকে তো কানু তুই একবাব চেয়ে দেখে মাত্র। কিন্তু তাকে দেখে কানু ছুটে যেয়ে জড়িয়ে ধরে, সেই পাগলটা মাথার জটা খুলে জল বের করে কানুর পা ধুইযে দেয। কিন্তু মা সবার শেষে যিনি এসেছিলেন, তাব মুখ তোমাব চাইতে সুন্দব, আমাদের মাযেদেব চাইতে সুন্দব। এমন ভুবন ভুলোনো রূপ তো কারু দেখিনি, তাব রূপে সমস্ত বনটা ঝলমল্ করে উঠল, তার মুকুটেব মণিগুলি সূর্য্যেব ন্যায ঝক্‌ঝকে, তাব হাতের অলঙ্কাব, গলার হার,—কত দামের কে জানে? এমন তো তোমাদের কারু নেই—তিনি রাজার রাণী, তিনি এসে কানুকে কোলে নিযে কত কি খেতে দেন, আমাদেবও দেন। তেমন জিনিষতো কোথাও খাইনি, তুমি তো রাজ-রাণী, তোমাব ভাণ্ডারে তেমন খাবার জিনিষ নেই, কানু তাকে মা বলে ডাক্‌লে।”

এইটুকু শুনে যশোদা চম্‌কে উঠলেন, “আমার বুকের ধনকে কোন ডাইনী কোলে নিযে ওকে দিয়ে



মা ডাক ডাকিয়ে শুনে। আমি কিছুতেই কানুকে তার হাতে ছেড়ে দিব না।" সুবল বল্লে "মা, তুমি এমন কথা ব'ল না, তাব দশহাত, আর তাব পাশে একটা মস্ত বুড সিঙ্গি ঘুমিযে থাকে।"

হঠাৎ যশোদার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল হযে উঠল, "তবেতো তিনি দেবী ভগবতী। আমি কত তপস্যা করে হর-গৌরীকে আবাধনা করে কানুকে পেয়েছি। বনে কি তিনি আমাব বাছাকে বক্ষা করেন।" তথাপি দে,মনা হযে কানুকে ছেড়ে দিতে ইতস্ততঃ কবতে ল,গলেন।

বলাই দাদা

সময দিক্ দিগন্ত কাঁপিযে, গাছের ফুলে
:ল, প্রফুল্লতার শিহরণ জাগিয়ে, বলাইর
শে বেজে উঠল, মনে হল যেন স্বর্গে
। বলাইএর শিঙ্গার এক কথা—

বলাই তোত্‌লা,—তোতলাব এক কথা দুই তিন কথার মত শুনায, সেই দুই তিন কথার মত এক কথা হচ্ছে 'কাকা কানাইযা'। কানুব নাম ধ'রে এইভাবে শিঙ্গা বাজিযে, নিজেব কাণে নিজেব স্বব শুনে বলাই মাতাল হযে যায। কানুব প্রেম তাকে পাগল করে রেখেছে, কোন সময়ে "আমি কানুব দাদা" বলে গর্ব্বে নিজের বুক নিজে ঠুকিতে থাকে। নীল কাপড পবা বলাই রূপাব পাহাডেব মত ধব-ধবে, যেন কটিদেশে নীল বনাম্বুবেখা, গলায গুঞ্জামালা ভাইযের প্রেমে মত্ত, শ্বেতকমলেব মধুব ন্যায় বুক বেযে তোতলার মুখেব লালা পড়্‌ছে, আব 'কাকা কানাইযা' বলে শিঙ্গা বাজাচ্ছে, মাতালেব ন্যায ঝাপ মেবে খেলছে ও মাতালেব মত চক্ষে তাবা ঘুব্‌ছে। হঠাৎ দেখলে নিজেব ছাযাটা কানু প্রেমে বলাই পাগলেব মত হযে ে ভাব্‌লে এ ছাযাটা আব কেউ, "সা সরে যা" বলে ছাযাটাব প্রতি অঙ্গুলি কখন বা ভুডি মেরে ঘন ঘন ওটাকে ত



যাচ্ছে, কিন্তু নিজের অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে ছায়াটাও নানা ভঙ্গী কচ্ছে। তখন বলাই রেগে গেছে, "ওরে তুই কি জানিস্ না, আমি ভাই কানাইএর দাদা—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার হুকুম মানিস্ না, ব্রজের রাখালেরা আমায় সব্বাই ভয় করে চলে—থাক্" এই বলে শিঙ্গাটা কাঁধে রেখে, লাল ধূলি গায় মেখে মল্ল হয়ে দাঁড়িয়ে "কাকা কানাইয়া" বলে কানুকে ডাকতে লাগল।

এদিকে বলাইয়ের প্রেমের নেশা যায় নাই। নিজে টল্‌ছে ও আর মনে কচ্ছে পৃথিবীটা তার পদভরে টলছে, তখন ডান হাতটা অভয় দেওয়ার ভঙ্গীতে উঁচু করে বল্‌ছে, "ধরণী স্থির হও"। কবিরা লিখেছেন, বলাই অনন্ত নাগের অবতার, অনন্ত পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, যে ধরে রেখেছে, সেই যখন মেতে গেছে, তখন পৃথিবী যদি টল্‌তে থাকে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

নানাভঙ্গী করে বলাইদা এসে উপস্থিত হল। বলাইকে দেখে রাখালদের প্রাণ এল। বলাই



যখন নিজে হাজির, তখন আর মা যশোদার সাধ্য কি যে কানুকে বাড়ীতে রাখ্বেন। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে রাণী কানুকে বলাইযের হাতে দিয়ে বল্লেন "তুমি নিযে যাও, কিন্তু নিকটে ধেনু চরিও, দূরে যেও না, কানুর বাঁশীর সুর ও তোমার শিঙ্গার সুর যেন আমি এখান থেকে শুনতে পাই।" এই বলে রাণী কানুর গা ছুঁযে রক্ষামন্ত্র পড়তে লাগলেন, "এই দুইখানি পা যেন ব্রহ্মা রক্ষা করেন, জানু অপর দেবতারা রক্ষা করুন, হৃদযটী নারাযণ, কণ্ঠ সূর্য্য, মস্তক শিব এবং জনার্দ্দন দশদিক রক্ষা করুন। যাহার শত্রু তাহারা যেন মিত্র হয।" এই বলে রাণী সজল চক্ষে কানুর প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করলেন।

এদিকে গরুগুলি এত দেরীতে ক্ষুধার্ত্ত হ'লেও বনের দিকে যাচ্ছিল না। রাখালেরা তাদের লইযা বনে যেতে চেষ্টা কচ্ছিল, কিন্তু তারা বাঁশীর সুর শুনিতে কাণ খাড়া করে এদিক ওদিগ চা'চ্ছিল। সুবল একবার তাড়া দিযা সেগুলি বনপথে লইযা যাচ্ছিল, কিন্তু তারা ফিরে ফিরে কানুর মুখ



দেখ্‌ছিল। তাবা কথা বলতে জানত না, কিন্তু কৃষ্ণ-সখারা এত কথায়, এত ছন্দে কানুর প্রতি যে ভালবাসা জানাচ্ছিল, তা তাবা দুইটি চোখের অপলক দৃষ্টি দিয়েই বুঝাতে পেরেছিল।

এমন সময় কানু সেজে গুজে বার হযে পড়্‌লেন। তখন প্রভাত আকাশের সূর্য্যের নীচে এক অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠল। কি সুন্দর ভঙ্গীতে তালে তালে পা ফেলে রাখালেরা চলেছে, কি সুন্দর তাদের পায়ের নূপুর বাজ্‌ছে, কি সুন্দব গলার ফুলের মালা দোলাচ্ছে,—সবাইব মধ্যে রামকানু, একজন ধবধবে সাদা, আর একজন মিসমিসে কালো, কিন্তু সেই কালোরূপে জগত আলো—নীলকণ্ঠেব মত উজ্জ্বল, নীল যমুনা জলের ন্যায স্বচ্ছ-নীল, মাথার উপর নীলাভ শিখিপুচ্ছ নীল, সবটা নীলে নীল। কানাইএর আনন্দে রাখালেরা মাতোযারা, সেই মাতোয়ারা রাখালদিগকে আরো মাতাল করে কানুর বাঁশী বাজছে, সে বাঁশীর রবে গরুগুলির চোখ থেকে আনন্দাশ্রু বেয়ে পড়ছে, গাছের ফুল এগিয়ে



কাছে আস্‌ছে,—বায়ু সুগন্ধে স্বচ্ছন্দে ঢেউ খেলছে,— "আর কি কেউ ঘরে থাক্‌তে পারে, যারা বনে যেয়ে সংযমী হয়ে কঠোর করে তপস্যা করছিল, সেই সুর শুনে তারা হঠাৎ চমকে উঠল—তাদের মুহূর্ত্তের জন্য যেন তপঃসিদ্ধি হ'ল, "যোগী যোগ ভুলে, মুনি ধ্যান টলে।" এমনি সে বাঁশীর সুর।

দ্বাদশ বন ঝঙ্কৃত করে বাঁশী বাজ্‌তে লাগল, যমুনার তরঙ্গে সে সুর নাচ্‌তে লাগল, কলসী ভাসিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে কত গোপী সেই সুরে পাগলী হয়ে ঘরের বা'র হল, আর ঘরে ঢুকল না।

কিন্তু আজ খেলা ধূলা সব মাটী আজ কানুর বাঁশী শুনে বলাই মেতে উঠেছে—

"খেলা হ'ল না রে
আজ মাঠে বলাই মাতিল রে।"

চোখ দুটি রাঙ্গা পদ্মের মত—নেশায় ঢুলু ঢুলু, কোন্ বারুণী খেয়ে সে মেতেছ,—আর শিঙ্গা বাজাচ্ছে না,—কানুর বাঁশী বাজ্‌ছে, এই কি



শিঙ্গা বাজাবার সময় ? বলাই শিঙ্গাটা কাখে পুরে নিঝুম হয়ে শুনছে, পা টল্‌ছে, মন উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর তোতলা "মুখে কাক্কা কানাইয়া" বলছে, মা রোহিণী যে বেশ বানিয়ে দিয়েছিলেন, তার দুর্দ্দশা দেখ,—কটি কাচুনি বাঁকা নীলধূতি এলিয়ে পড়েছে, মাতা হাতীর মত ধীর-মন্থর গতি, আর আবেগ বেশী হ'লে মাটীতে পড়ে যাচ্ছে,—নিজে পড়ে গিয়ে পাগলের মত বল্‌ছে—"ধরণী স্থির হও ন'ড না।"

"বাম কাখেতে শিঙ্গা কানে রাঙ্গা ফুল।
রোহিণী বানান বেশ হইল আউলখুল।"

রাখালেরা দাদা বলাইকে কিছুতেই খেলায় আন্‌তে পারলে না, কানাইএর বাঁশীর সুরে দাদা মেতে গিয়ে একবারে মসগুল হয়েছে।



অঘাসুর

সেই বাঁশীর সুরে দেব-লোকের দেবদেবীরা নিস্পন্দ হয়ে শুনছেন—নরলোকে যেন আকাশ গঙ্গা নেবেছেন, কিন্তু তা কি সব্বায়ের ভাল লাগছে ? তা হ'তেই পারে না।

যখন বীণা বাজে তখন ঈর্ষায় মশকেব ভ্যান-ভ্যানিনি সুরু হয়। ঐ দেখ, মস্ত বড একটা মুণ্ড দেখা যাচ্ছে, পাহাডের গহ্বরের মত মুখে বিরাট হাঁ করে আছে, তার দেহ কোথায় আছে কে জানে ? সে বিরাট দেহের কোন অঙ্গ হ'তে ক্ষুরধার নখর বের হচ্ছে, সেই হাঁ' হ'তে তীক্ষ্ণ দাঁত বেরিয়ে আছে, তার শ্বাসে আগুনের ফিন্‌কি বের হচ্ছে, তার ল্যাজের দাপটে বালকদের মাথা চুড করবে এই পণ করে সে বসেছে, ও কে জান ? ও—অঘাসুর, পুতনার ভাই, বকাসুরের অগ্রজ, কংসের চর। যাদের দেহ ননীর মত কোমল, যারা কানু ভিন্ন জানে না—যারা কাউকে আঘাত করে না, যাদের

সকল সুখ কানুর হাসি, যাদের সকল দুঃখ কানুর চোখের জল, যারা ঐশ্বর্য্য চায না, বৃন্দাবন যাদেরে ফুল দিয়া খেলা দিযে রাখে, যমুনা যাদেরে ঘুম পাডানো গান গেযে ঘুম পাডায—সেই বালকের দলকে বধ করিতে কংসের এই বিরাট আযোজন, এই দুষ্ট সর্পরূপী অঘাসুরটাকে পাঠাইযা দিয়েছেন। কিন্তু বালকদের সাহস দেখ, তারা জানে তাদের কানু আছে,—তারা ও বিকট হাঁ নখ ও আগুনে হাওয়া—তুচ্ছ করে। কানুর দিকে তারা একবার চাইল, আর অমনই সেই বিকট হাঁ টার মাঝখানে তারা গরব করে ঢুক্‌ল,—তারা বল্লে আমরা কানুকে যদি সত্যি ভালবেসে থাকি, দেখি অঘাসুর তোর হাঁ কি করতে পারে? ওরে দুষ্ট, তুই ভেবেছিস আমরা নিরীহ, আমরা একা,—তুই কানুকে চিনিস না, সে একাই একশ, তোর নখ দন্ত তার ফুৎকারে চলে যাবে? আমরা তাকে ভালবেসে মৃত্যুকে জয় করেছি।” এই বলে দর্প করে রাখালেরা সেই অঘাসুরের মুখ বিবরে প্রবেশ কল্লে, যেমন করে



তালে তালে পা ফেলে তারা বৃন্দাবনে খেলা করতে গরু চড়াতে এসেছিল, তেমনই তালে তালে পা ফেলে তারা আনন্দে, সেই বিকট মুখের মাঝখানে এক একটি করে প্রবেশ করলে—যাকে জান্‌লে সব পথ অমৃত, মৃত্যু অমর বর দিয়ে যান, তাঁর পাদপদ্ম মনে মনে আকড়ে ধরে রাখালেরা মৃত্যুকে ব্যঙ্গ কর্‌তে চল্ল। বলাই অঘাসুরকে দেখেই নাই, সে কানু প্রেমের যে ধ্যানালোকে আছে, তা এত উচুঁ জায়গায়—যে অঘাসুর বকাসুরের অস্তিত্বই তথায় উপলব্ধি হয় না। সে কানুর প্রেম-সুরা পান করে অমর হয়েছে, তাকে মার্‌বে কে।

এদিকে অঘাসুর দেখ্‌লে—একে একে সব গয়লার ছেলে তার মুখের মাঝখানটায় গিয়ে বেশ একটা গয়লাপাড়া ফেঁদে বসেছে, তখন সে যদি মুখ বুজিয়ে ফেলে—তবেই সকলগুলি তার পেটের গহ্বরে যেয়ে জঠরানলে পরিপাক হ'তে পারে। কিন্তু সে মুখ বুজ্‌ল না, তার আসল শত্রু রামকানু বাইরে, তাদেরে না পেলে সে মুখ বুজে কি করবে, তার



বোন পুতনাকে রক্ত শোষণ ক'রে যে মেরেছে—তাকে না পেলে, তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে কি করে ?

কানু দেখ্‌লেন, তার উপর নির্ভর করে, একান্ত নির্ভীক হয়ে ছেলেরা একটা কাণ্ড করে বসেছে, আর কি কানু স্থির থাক্‌তে পারে।' অমনি বাঁশীটি হাতে কবেই অঘাস্থরেব মুখে ঢুকে পড়লেন।

ঢুকে পরে কানু জ্বলন্ত তেজ প্রকাশ কল্লেন, যাঁর তেজে সূর্য্যের তেজ, যাঁব শক্তির এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎ, তাঁর তেজ মুখেব ভিতরে ঢুকে—অঘা হাঁ করে বইল, সে হাঁ তাপে আরও বড হয়ে ওষ্ঠ ও অধর ফাঁক হ'তে হ'তে মুখটা একবাবে ফেটে গেল। ব্রহ্মরন্ধ্র দিযে পঞ্চপ্রাণ বাব হয়ে গেল, দেখতে দেখতে অঘার বাহ্যদেহ আকাশে মিলিয়ে গেল। বালকেরা দেখ্‌ল সবুজ ঘাসের উপর যমুনার নীলোৎপলের পরশ স্নিগ্ধ বাযুর হিল্লোল খেল্‌ছে—তারা সেইখানে দাঁড়িযে আছে, 'কাকা কানাইয়া' বলে বলাই দা তার সমস্ত দেহের রঙ্গের শুভ্রতা দিয়ে



যেন কানুকে ঘিরে ধরেছেন, শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্মের জড়াজড়ি। অঘাসুর একটা দুঃস্বপ্নের মত শেষে হয়েছে। তারা ভাব্‌তে লাগ্‌ল সত্য কি অসুরের মুখে গেছিলেম—না এট একটা স্বপ্ন ?

কানু বলিলেন "বেলা নেই, চল ঘরে ফিরে যাই" তখন সকলে নন্দালয়েব দিকে রওনা হ'ল, বনের ফুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে,—পাখীর ছায়ার সঙ্গে দৌড়িতে দৌড়িতে,—যমুনাব জলে নিজেদের মুখ দেখিতে দেখিতে, কেউ পাচন বাড়ী ঘুরাইযা, কেউ শিঙ্গা বাজাইয়া, কেহ বেঙ্গের মত লাফাইতে লাফাইতে, কেউ কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ সাজিয়া চাব পায হাটিতে হাটিতে, কেউ বা কর্ণিকার যুল ছিড়িযা কানে কুণ্ডল গড়িতে গড়িতে, কেহ গান করিতে করিতে, নানা রঙ্গে নানা ভাবে গাইগুলিকে আগে করিযা এরা ছুটিয়াছে—এই যমুনার পথে কেবলই ফুল ফোটে, আর দয়েল কোকেলা গায়, এই যমুনার পথে বিকিকিনি নাই, রাখালেরা প্রাণ দিতে জানে, কিছু চাইতে জানে না, হাসিতে হাসিতে



সব বস্তু বিকিয়ে দেয়। এই যমুনার পথ নিত্য-তাহা কৈশোর। এখানে শুধু প্রাণেরখেলা—তার পর যমুনাব ওপারে বিকিকিনি, ধন সম্পদ—যশ—প্রতিষ্ঠা—কংস রাজার অধিকার। কিন্তু এপারে রাখালেরা কংসের অধিকার মানে না,—এখানে যে প্রাণ দিতে জানে, প্রাণের দাম জানে—অন্য সকল তুচ্ছ করে, তাদেরই অধিকারে। ওই দেখ গরুর খুরের ধূলি আকাশ ছেয়ে উঠেছে,—এই হচ্ছে বৃন্দাবনের গোধূলি,—গোধূলি দেখে মায়েরা ফাগ ছড়াচ্ছেন, আকাশ রাঙ্গিয়া যাচ্ছে, ব্রজবধূরা কুঙ্কুম ছুড়ছে, ফুলের সঙ্গে আমোদিত বায়ুও আরও সুগন্ধ হয়েছে—সখ্যের মহোৎসব, বাৎসল্যের মহোৎসবের সৃষ্টি করে রাখালেরা বাড়ীর দিকে সবাই যাচ্ছে।

কিন্তু কানু ধীর স্থির,—আজ তার প্রাণে আনন্দ তেমন করে খেলেছে না—কে যেন হাহাকার করে তাকে মনে মনে ডাকছে, তার চোখের জল অলক্ষিতে তীক্ষ্ণ বাণের মত তার বুকে এসে বিঁধছে। আজ সে অঘাসুরের হাতে পড়েছিল—তা' না দেখেও মায়ের

প্রাণ বুঝতে পেরেছে, 'ছয মাসেব পথে যদি পুত্র মরি যায, আর কেউ জানে না তা, সবার জানার আগে—জানে তার মায়।'

সেই যশোদার প্রাণান্তকর কষ্ট ও আকুলি-ব্যাকুলি কৃষ্ণের বুকে এসে আঘাত কচ্ছে, তিনি মাযের জন্য আকুল হয়ে ছুটেছেন, মনে মনে ভাবছেন, যশোদা একবাব ঘরে, একবাব বাইবে আসছেন, আর তাঁর আঁচল ধূলায লুটোচ্ছে, আর নিজের হাতে ননীমাখনের বাটী দেখে নিজে কাঁদছেন, আর তার প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি কচ্ছে। কথনও দেখছেন, তিনি দুই হাত বাড়িযে কাকে বুকে তুলে নিতে চাচ্ছেন, যাকে দেখেন তাকে কি শুধাচ্ছেন,—হর-গৌরীর মন্দিরে যেয়ে ধন্না দিচ্ছেন,—মায়ের কথা মনে পড়ে কানুর মুখ শুকিয়ে গেছে,—অঘাসুর নন্দালয় হতে দুই ক্রোশ দূরে এসেছিল, কিন্তু তাকে যেন অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন, ও তার প্রতিটি পাদক্ষেপে যেন যশোদার বুক কেঁপে উঠেছে,—এ শাস্ত্র কে বুঝাবে? কেমন করে



মায়ের প্রাণ সন্তানের সন্ধান রাখে, কে যে সন্ধান দেয় ?

এই যমুনার পথ, এই গোপ-গোপীর ভবন—মাতৃ করুণা ও সখ্যের প্রেমে ভরপূর—তাই বৃন্দাবন ছেড়ে কানু এক পা ও নড়তে পারে নি।

পূর্ব্ব রাগ

সহসা জটিলা এসে পথে আগলিয়া দাঁড়াল, তার ভাইএর বউ রাই মুর্চ্ছা গেছে, কানু কি মন্ত্র জানে,—সখীরা সব বলে দিয়েছে। তাকে যেতে হবে, অনেক চিকিৎসক এসেছিল—তারা কিছুই করতে পারে নি।

জটিলা দুটি হাত জোর করে কানুকে বল্লে—"আমি তোমার অনেক নিন্দা করেছি, তোমার নামে অনেক কথা দেশময় রটিয়েছি, সে সব মাপ কর,—আমাদের বউকে বাঁচাও। দেখ এসে রাজনন্দিনী রাই-এর পদ্মের মত মুখখানি সাদা হয়ে গেছে, চোখ



গড়িয়ে জল পড়েছে, কি বল্‌তে চাচ্ছে—পাচ্ছে না, ঠোঁঠ দুখানি, দুটি শিরিষ ফুলের মত কোমল ঠোঁঠ দুখানি কাঁপছে,—একবার এস।”

ক্ষণেকের তরে এমন যে মা যশোদা তার কথাও কানু যেন ভুলে গেল, সখাদের বল্ল, “তোমরা এগিয়ে যাও, আমি খানিক পরে যাচ্ছি।”

রাই সইদের সাথে কথা বলছিলেন, ললিতা তাঁর মাথার চুলগুলি সোনার চিরুণী দিয়া আঁচড়িয়া বিনোদ কবরী বেঁধে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, “রাই তুমি বলেছিলে সূর্য্য-পূজার দিন কানুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তুমি মনে মনে তার রূপ দেখেছিলে,—সেটা কি রকমে হয়েছিল, বল্‌বে কি?”

রাই মৃদুস্বরে বল্লেন—মৃদুস্বরে যেন বীণা বাজতে লাগল।

“সই তাকে আগে মনে মনে পেয়েছিলাম। এক দিন স্বপ্নে দেখলেম, কালোরূপে দিক্ আলো করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশে এক রমণী একটি কর্ণিকার তরুর ন্যায় অতি কৃষ, উপবাস ও সংযম



করে তার দেহটি হল্‌কা হয়েছে, তার অধর শুভ্র,—পাণের লালে ঠোঁঠ উজ্জ্বল হয় নাই, শুভ্র গরদ পড়েছেন, কিন্তু লাল পাড়ে তা ঝলমল হয নি, বর্ণ অতি শুভ্র, ঝরা সিউলি ফুলটির মত, কিন্তু সিউলির রক্তিমাটুকু তাতে নাই। মাথাভবা চুল এলাইয়া পিঠে পড়েছে কিন্তু তা আঁচড়ানো নয, কবরীতে তা বাধা পড়ে নাই। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে সাবা রাত যে চন্দন ঘষেছেন, সেই সাদা চন্দন এনে, নিজেব কোমল পা দুখানি কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ করে সারারাত্র বাগানে বাগানে ঘুরে যে ফুল চযন করেছেন, সাজি ভরে সেই ফুল এনে তা দিয়ে কঙ্কন বালা হার তৈরি করে, কানুকে পরিযে দিচ্ছেন—সে কত কবে কত নিষ্ঠায়, কত পবিত্রভাবে তা যদি তুই দেখতিস। কিন্তু কানু, বাঁশীটি হাতে করে পাথর হ'য়ে দাঁড়ায়ে রইলেন, রমণী কত কি বলে যেতে লাগলেন, কানুর ঠোঁট কাঁপ্‌ল না, একটিবার কথা বের হ'ল না। রমণীর চক্ষের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল, কিন্তু কানুর চোখের পলক পড়ল না—তবুও বমণী



কানুর হাতে ফুলের কঙ্কণ পরাতে লাগলেন, পাযে আলতা পরাতে লাগলেন, সেই পাথরকে সাজিয়ে যা তৃপ্তি, সেইটুকু লযে তিনি চলে গেলেন।

আমি কানুর রূপ দেখে পাগল হয়েছিলেম—কিন্তু আমার বড ভয হল। আমি ত অমন করে রাত জেগে কাঁটা বেছে ফুল তুলি নি, আমি ত অমন করে সারারাত জেগে জেগে চন্দন ঘষ্‌তে জানি না, ইনি এর কাছেই পাথব হযে রইলেন, আমাকে কি ইনি চাইবেন? আমি ত বিরাগের সাড়ী পডি নি, আমাব যে নীল সাডি—অনুরাগেব সাড়ী, এত যে ভালবাসার বুনন, আমি তো সংযম জানিনে, আমার প্রাণ যে পাগল হ'য়ে ওকে চাচ্ছে,—আমার ঘবে স্বামী, আমি ত নীতি পালন কচ্ছি না,—আমি তো একে একটু দেখবার জন্য সব ছেডে দিতে পারি, এর একটা চোখের ইঙ্গিতে যে বেদ আমার কাছে মিথ্যা হয়ে যায। আমি কি করে এঁকে পাব। কিন্তু না পেলে ত নয। তখন এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলুম, কত লজ্জায, কত ভয়ে,—বুক ডুকডুক করতে লাগল। গেলেম



কিন্তু কি উপহার দেব—আসবার সময় তো পূজা দেওয়ার কথা ভুলে গেছিলাম, ওকে জড়িয়ে ধরে বুকে রেখে বুক শীতল করব—তাই আগ্রহে এসে-ছিলাম—আমি পূজা করব বলে তো আসি নি। তখন হঠাৎ দেখলেম, বোধ হয় বহু জন্মলব্ধ তপস্যা ও পুণ্যফলে একটি উজ্জ্বল, সুগন্ধি, সুন্দর ফুলের মালা আপনা আপনি আমার হাতে এল, আমি তাই নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেম, কিন্তু দাঁড়ালেম মাত্র, ফুলের মালা আর পরানো হল না, তাঁর মুখ দেখে আমার প্রাণ সকল কথা ভুলে গেল—আমার চোখ দুটি অপলক হল, পাখীর মত উড়ে গিয়ে তার মুখের লাবণ্য সুধা পান করতে লাগল। কখন যে হাত হতে মালাটি পড়ে গেল, তা জানি না, আমার জ্ঞান ছিল না, শুধু একটা আনন্দ মনে জাগছিল, যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি তিনি আমার পায়ের কাছে এসে সেই ভুঞে পড়া মালাটি কুড়িয়ে নিয়ে নিজের গলায় পরছেন, আর কত আদরে কত কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—পাথর মানুষ হয়ে গেল, আমার বহু ভাগ্যের গুণে প্রেমিক



হয়ে গেল, তখন হাতে বাঁশী বেজে উঠল, "রাই এস রাই এস" বলে।

যখন কথা সুরু হল সে কথা আর যুকতে চায় না, ভ্রমর গুঞ্জন আর থামে না, যতক্ষণ পদ্মফুলটি ফুটে থাকে। কানুর প্রসঙ্গে রাই কি করে চুপ থাকবেন? এক কথার পর আর এককথা মনে হল, সে যে মধুচক্র, তার কত দিক দিয়া মধু ঝরছে।

রাই বল্লেন "আর একদিন স্বপ্ন দেখ্‌লেম, আমি একা তাঁর পায়ের কাছে বসে আলতা পরাচ্ছি। কিন্তু পায়ের স্পর্শে আলতার কথা ভুলে গেছি। সেই পায়ের উপর আনন্দাশ্রু পড়ছে, আমার আর কোন জ্ঞান নাই, তিনি হাত ধরে উঠে আদর কল্লেন, আমি বল্লেম, "এই সেবিকাকে আবার আদর! পায়ে একটু আলতা পরাতে বসে সে কথা ভুলে গেছি, এই আমার সেবা, আর তার জন্যে আবার আদর?" তিনি হেসে হেসে আমার চিবুক ধরে বল্লেন "রাই, আমি আলতা চাই, না তোমার মনটা চাই?" আর এক দিন স্বপ্নে দেখ্‌লেম, আমার কাছে তিনি দাঁড়িয়েছেন,



তোবা এসে কেউ ফাগ ছডাচ্ছিস, কেউ চামব ব্যজন কচ্ছিস্, কেউ আমাদের ফুলেব সাজ পরাচ্ছিস, ললিতা দুষ্ট মেযে, সামনে না এসে পুষ্পবাটীর আডাল থেকে সুগন্ধি কুঙ্কুম আমাদের বুকে ছুঁডে মারছে, বঙ্গদেবী খর্ব্ব ছন্দ, ধীরগতি সে আস্তে আস্তে সোনার দীপে ঘিযেব বাতিটা জ্বালিযে আমাদেব মুখ দেখ্ছে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে, আর মৃদু মৃদু হাস্ছে—তাব গাযে লাল সাডী দাপেব আলোতে ফাগের মত উজ্জ্বল হযে উঠ্ছে—সবাকাব যে কি আনন্দ তা আব কি বলব। আব একদিন স্বপ্নে দেখলেম, যমুনার পারে, কানু বাঁশী হাতে দাঁডিযে আছেন—যমুনা নদীটা—সমস্ত আকাশটা যেন তাঁব কালো রঙ্গেব প্রতিবিম্বেব মত রূপে ঝলমল কচ্ছে,—তার কপালে চন্দনেব বেখাটা যেন তৃতীযার চাঁদ হয়ে যমুনাব এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছে, তাব রক্ত অধর যুগলের ছটায় যমুনা নদীতে প্রবাল উজ্জ্বল বক্তিম হয়ে উঠেছে,—তার পায়ের প্রভা লযে যেন যমুনার জলে রক্ত-শতদল ফুটে উঠেছে—আমি স্বপ্নেই যেন ভাবছি, ঘুম যেন না



ভাঙ্গে,—গোপিনীরা যমুনায় জল নিতে এল, আমি কি করে নিলর্জ্জার মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ব—যমুনার জলে যে কালোরূপের প্রতিবিম্ব পড়েছে—তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, অপলকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কলসী কাখে 'নবমল্লিকা সখী জল নিতে এল, আমি জোর হাত করে তাকে বল্লুম ঃ—

"ঢেউ দিও না জলে শুন নর্ম্মসখি,
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী ॥"

এই বলে যেন লজ্জায় মরে গেলেম, সখীর কাছে হঠাৎ মনের ভাব ধরা দিয়েছি।

তারপর স্বপ্ন সত্য হ'ল। তিনি যেদিন আমার নাম ধরে বাঁশী বাজালেন, সেদিন আমায় আর রাখে কে ? বুঝলেম, স্বামী, ননদী, শাশুড়ী, পিতা, এঁরা সেই বাঁশীর সুরে সাড়া দেওয়া শিখাতে এসেছেন—এই সুরে যিনি বাধা দেবেন, তিনি আর আমার কেউ নন। তারপর কত মিলন হ'ল,—তাঁকে পেয়ে জীবনে ধন্য হয়েছি।

আজ সকালবেলা তিনি যখন গোঠে যান,—



"ঢেউ দিওনা জলে শুন নর্ম্মসখি।
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী॥" [পৃঃ ৩৬



দেখলেম চারদিকে রাখাল, মাঝখানটায রাখালরাজ,—তার ময়ূর পুচ্ছে সূর্য্যের কিরণ খেলছে, তাঁর পায়ের নুপূরের রুণুঝুণু শুনতে পাচ্ছি—কিন্তু আমার চির-পিপাসিত চোখ দুটি তাকে দেখতে পেল না, তার সঙ্গে দাদা বলাই ছিলেন, আমি লজ্জায চোখ চেযে দেখতে পেলেম না,--বড আশায সেই ময়ূর পুচ্ছ দেখেছিলেম, চাঁদ মুখ দেখ্‌ব বলে উঁকি মেরে চেযে-ছিলেম, কিন্তু চোখ দুটি নত করে রইলেম।"

তারপরে একটু থেমে যেমন বীণা বেজে ওঠে, তেমনি থেমে পুনরায বল্লেন—তাকে ভাল বেসেছি বলে গুরুজনেরা আমায় ত্যাগ করেছেন। তাঁরা ত্যাগ করেছেন বলে আমি তাঁকে বেশী করে পেযেছি, আমার শাশুড়ী ও ননদী আমার কলঙ্ক রটাচ্ছেন—তাই তাঁকে আরও বেশী করে পেয়েছি। আমাকে তাঁরা যত খাট করে দেখ্‌ছেন ও দেখাচ্ছেন, আমার প্রেম ততটা বড হয়ে উঠ্‌ছে—আমি ততই তাঁর নিকটতর হচ্ছি। এই সংসার নিন্দার ঢেউএ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে তাঁর আশ্রযের পাদপদ্মের



দিকে ঠেল্‌ছে—এই নিন্দায আমাব দুঃখ করবার কিছু নাই—যা পৃথিবীব থেকে সবিযে তাঁব কাছে নেয, সেটা আমাব কলঙ্ক না গৌবব ? আমি এই কলঙ্কই চেযেছিলাম, সংসাবেব কাছে ছোট হযে তাঁর বেশী কাছে থাক্‌ব—এই তো চেযেছিলেম, বাইরেব সঙ্গে গোলমাল যত কম্‌বে তাঁব সঙ্গে আমাব নিবালা কথা তত জম্‌বে, এই ত চেযেছিলাম। বিধাতাকে ধন্য-বাদ দিচ্ছি, তিনি আমাব সে ইচ্ছা পূর্ণ কবেছেন,

> "কানুপরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
> সফল করল বিধি।"

এই বলতে বলতে বাই সহসা কেমন কবে তাকাতে লাগলেন, হঠাৎ শ্বাস বোধ হ'লে যেরূপ হয, নৌকা-ডুবির ঠিক পূর্ব্বে কর্ণধাবে যেভাবে তাকায সেই রূপ অস্থিরতার সঙ্গে তাকাতে লাগলেন। বিশাখা তাডাতাডি এসে তাঁকে ধবলে—বাই আধ আধস্বরে পাগলিনীর ন্যায বল্লেন, "নীলমণিকে কোন আঁধার গহ্বরে হারায়ে ফেল্লেম! "এই বলে অজ্ঞান হযে তিনি বিশাখার কোলে পডে গেলেন।—ঠিক সেই



সময় অঘাসুরেব মুখে বাঁশীটি হাতে করে কৃষ্ণ প্রবেশ করেছিলেন, রাইএর মনের দ্বাবে ভয়ানক আঘাত কবে কে যেন এই কথা বলে গেল—সে কে—মনেব গুপ্ত দূত ?

তডিতেব মত সেকথা চারিদিকে রাষ্ট্র হল, কত কত ওঝা ও যোগিনী, কত লোক সেখানে এল। জটিলা বুডি নডি ভর করে এসে চীৎকাব করতে লাগল, কুটিলাব মন সত্যই বউএর জন্য আজ কেঁদে উঠ্‌ল, বৈদ্যিবা এসে বল্লে শ্বাস নাই, যোগিনীরা বলিল শিবের অসাধ্য, ওঝারা ঝেডেপুছে কিছুই করতে পাল্লে না—সখীদের চোখেব জল চোখে কঠিন হযে বইল, তাঁবা শোকে পাথরেব মত হযে গেলেন।

ধবাধবি করে বাইকে আঙ্গিনায আনা হল, তখন কুটিলাবও চোখ দিযে জল পডতে লাগল, কতনা নিন্দাবাদ করেছিলেম, কে জানে এমন সোনার প্রতিমা যদি নির্দ্দোষ হয়, তবে আমার অপরাধের মার্জ্জনা নেই। উনুনের আগুন নিবে গেল, তার



উপর রুটি চড়েছিল, তা' পোড়া কাঠ হয়ে গেল, কে তা দেখে ?

চিকিৎসা করতে যারা এসেছিল, তারা এবার বিদায় নিল। বৃন্দা এসে তখন রাইএর মাথা ও কপাল পরীক্ষা করে বল্ল—"রাই মরে নি, এর্ ঔষধ একজন মাত্র জানে।"

"কে সে ?" বলে কুটিলা তার দিকে তাকাল, জটিলা বুড়ির কোটর গত দুই চোখ কৌতূহলী হয়ে তারার মত জ্বলতে লাগল, ললিতা বিশাখা বনদেবীর মত স্ফুরিতাধরে সেই কথা শুনবার জন্য বৃন্দার প্রতি লক্ষ্য স্থির করে রইল। বৃন্দা বল্লে "সে নাম করতে ভয় হয়, যদি অভয় দেও তবে বলতে পারি।"

কুটিলা চক্ষের জল আঁচলে মুছ্তে মুছ্তে বলতে লাগল, "এই কি ঠাট্টা করবার সময় ?—বৃন্দা, সে যদি আমাদের সবাইর বুকে ছুরি মেরে থাকে—বউকে বাঁচিয়ে দিক্—তার সাত খুন মাপ।"

বৃন্দা বল্লেন, "সে কানু—তার নাম শুনে তো তোমরা ক্ষেপে যাও, সে মন্ত্র জানে একবার



নিবালা কাণের কাছে বল্লেই বাই জ্ঞান লাভ করবে।”

কুটিলা বল্লে, “সেই নন্দ-সুতটা, তাব এত গুণ-পনা ? বৃন্দা সত্য বলছিস্ ?”

বৃন্দা, “কেন দিদি তুমি শোন নাই, কালিদযে বিষজল খেযে বাখালেরা মরে গিযেছিল, কানু মন্ত্র পড়ে কালিয সাপেব বিষ ঝেড়ে নিয়ে রাখালদের প্রাণ দিয়েছিল, শোননি সে মন্ত্র পড়ে বাঁশী বাজালে কারু সাধ্য নেই ঘবে থাকে, তোমবা মিছে রাইকে দোষ দিচ্ছ—আমবা সববাই তো সেই বাঁশীর সুবে ঘবের বার হযে পড়ি। বাই যদি দু' একদিন সেই বাঁশী শুনতে বনে গিযে থাকে, তাতে এমনই কি তাব দোষ হযেছে যে তোমবা তাকে জ্যান্ত মেরে রেখেছ ?”

কুটিলাব অনুতাপ বেড়ে চল্ল, সে বল্লে, “আচ্ছা সে তো এখুনি গোঠের ফেবতা এই পথ দিয়ে যাবে, আমি তাকে নিজে শেধে নিযে আসব।”

তাবপর কানুকে সে শেধে এনেছিল, একা এক

ঘরে রাইকানু—তাও আবার আয়ান ঘোষের বাড়ীতে, তাও আবার জটিলা কুটিলার আহ্বানে, এমন কখনও হয় নি।

রাইএর কর্ণমূলে কানু বল্লেন, "ওঠ" সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রটি বলবার সময়, তার মৃদুশ্বাস রাইএর মুখের উপর পড়েছিল, নিদ্রোত্থিতের মত রাই জেগে উঠলেন এবং বল্লেন, "তুমি এসেছ, আমি দেখছিলেম যেন একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বতের অতল গহ্বরে তোমায় কে ফেলে দিল ?"

কানু অঘাসুরের বৃত্তান্তটা বল্লেন, কুটিলা যে নিজে তাকে নিয়ে এসেছে—শুনে রাই বল্লেন,— "আমার নিন্দার কি শেষ হ'ল ? এই নিন্দার প্রাচীর যে আমাকে সংসার হ'তে বাহির করে তোমার কাছে রেখেছিল। সংসার কি আবার আমায় আদর দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিবে ?"

কানু বল্লেন, "সে হবে না,—জটিলা—কুটিলার সরলতা যে মুহূর্ত্তের, তারপর তাদের বিদ্বেষ আবার জাগবে—বৃন্দাবনে তোমার আমার কলঙ্ক পতাকা



আবার প্রোথিত হবে। এই কলঙ্কের কথা নিয়ে ব্যাস ভাগবতে লিখ্‌বেন, গোস্বামীরা এই কলঙ্ক দিন রাত স্মরণ করবেন, আর এই কলঙ্ক-পঙ্কের পঙ্কজ স্বরূপ যিনি আস্‌ছেন, তিনি পরে এক যুগে তোমাকে ও আমাকে নিজ দেহে অভিনন্দিত করে, কেঁদে কেঁদে সংসারের দোরে দোরে সেই কথা গাইবেন, কত মৃদঙ্গের বোলে, করতালের বোলে,—খঞ্জনীর গুঞ্জনে, শিঙ্গার উচ্চতানে, ডম্ফনিনাদে, নুপূরের ঝঙ্কারে সেই কলঙ্ক কথা জগৎবাসীর নিকট প্রচারিত হবে।” এর মধ্যে সখীরা এসে পড়েছে, তাঁরা উকি মেরে সব শুনেছে, তাঁরা সমস্বরে বল্লে “সে কবে?”

কানু বল্লেন—“যিনি আসবেন তোমরা সবে তাঁর অনুচর হয়ে আসবে—কেউ কবি হয়ে তাঁর আগমনী গান করবে, কেহ তাঁর চরিতামৃত লিখে ধন্য হবে, কেউ বা তাঁরে মস্ত প্রেমের আবেগ দেখে হৃদয়খানি পথে পেতে রেখে তাঁর পদপঙ্কজ ধারণ করবে, কেউ বা তাঁকে চামর ব্যজন করে ধন্য হবে।”

রাই উঠে ব’সে বল্লেন, “সে দিন আর কি আমি



তোমার বিরহে, তোমার গোষ্ঠের আশঙ্কায় এমনই কবে ঝুবে মবব না, কে যেন মনকে ডেকে বলছে, সেদিন তুমি আমি এক হযে যাব।”

কানু বাইয়েব গলা জড়িযে ধরে বল্লেন “ভয কব না, তোমাব কানু-পরিবাদ দূব হবে না। আমি তোমাকে ছুঁয়েছি, কি সাধ্য সংসার আর তোমাকে ধরতে পাবে ? ওগো আজ আমার মা বড্ড আকুল হযে আমাব প্রতীক্ষা কচ্ছেন, আমাব দেরী দেখে অসহ্য কষ্ট পাচ্ছেন, আজ তাঁর কাছে যাই— অভিসারে যেও।”

সমাপ্ত

শ্যামলীখোঁজা

(১)

আজ কানুকে মা যশোদাব কাছ থেকে গোষ্ঠে আন্‌তে শ্রীদাম সুদামাদিব বড়ই বেগ পেতে হয়েছে। তার দুটি কারণ ছিল। গতকল্য বলাই দা তালীবনে কতকগুলি অসুব বধ করেছিলেন। তাবা গাধা হয়ে খুব চীৎকার কচ্ছিল এবং দুই পায়ের ক্ষুর দিয়ে কেবলই বলাইকে লাথি মাব্‌ছিল। কানাই নিজে শিং ধরে তাদিকে ছুড়ে ফেলবেন এই মনে করে এগুচ্ছেন, এমন সময় বলাই দা চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লেন—"কাক্কা কানাইযা—তু-তুই যা—ওদেরে আমি দে-দেখ্‌ছি।" এই বলে বাঁ হাতটা দিয়ে কানুকে ঠেলে ফেলে নিজেই অসুর দলন করতে লেগে গেলেন। নীলাম্বরপরা বলাই রূপার পাহাড়ের মত শাদা, মুখখানি যেন শ্বেতপদ্ম, ক্রোধে দুটি চোখ রাঙ্গা, তাব উপর কালো ভ্রমর-পংক্তির



মত ভূরু। তিনি সেই ভ্রুযুগল ধনুকের মত বাঁকিয়ে এক একটা অসুরের পা ধরে আকাশে ছুড়্‌তে লাগলেন, তারা লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে তাল গাছের উপর পড়ে একটা একটা করে মরতে লাগ্‌ল। আর বলাইদার নীল কাপড়ের বাঁধ কটি থেকে খসে পড়েছে, শিঙ্গাটা পায়ের নীচে গড়াগড়ি যাচ্ছে, একেবারে দিগম্বর হ'যে তিনি রণরঙ্গে মেতে গেছেন।

সন্ধ্যাকালে অসুর বধ করে যখন ফিরে এলেন, তখন রোহিণী তাঁর গাময় খুরের দাগ দেখে কাঁদতে কাঁদতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। শাদারঙ্গে খুরের ঘায়ে মাঝে মাঝে রক্ত ফুটে উঠেছে, শাদা পদ্মের রক্তিমার মত শোভা পাচ্ছে। বলাইদা মায়ের হাতের শুশ্রূষা পেয়ে আরামে এসে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু ঘুমোবার আগে বেশ করে অনেক খানি বারুণী পান করে শ্রান্তি দূর করে ফেল্লেন।

বারুণী পানে সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গল না, সুতরাং কানাইকে যশোদা কার হাতে সঁপে দেবেন?



গত কল্যের অসুরের কথায় মায়ের মনে ত্রাস হয়েছিল, তার উপর একা বলাই ছাড়া কানুকে বনে পাঠাতে তাঁর কিছুতেই সাহস হচ্ছিল না।

আর একটা কারণ ছিল, যশোদা স্বপ্নে দেখে-ছিলেন, যমুনার জল যেন গাঢ় নীল হয়ে গেছে—ঢেউগুলি আকাশ ছুঁয়ে উঠেছে এবং কানু সেই জলে ডুবে গেছেন।

অনেক্ষণ কথার কাটাকাটি হল। যশোদা কানুকে আগলে ধরে রাখতে জানেন, রাখালেরা আবার তেমনই নাছোড় বান্দা। এ পক্ষের চোখের জল, এপক্ষের মিনতি, ওপক্ষের অনিচ্ছা, এপক্ষের পায় ধরা, ওপক্ষের হাত-নাড়া—আঙ্গিনায় তো রোজ রোজই এরূপ ঘটে থাকে এবং যশোদা কোনো দিনই শেষ রক্ষা করতে পারেন না। আজও পারলেন না—শেষে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কানুকে সাজিয়ে সুবলের হাতে হাতে দিতে হ'ল। অনেক রক্ষা মন্ত্র পড়লেন, অনেক রকম ধান দূর্ব্বা, হাতে রাখী বাঁধা, মাথায় হাত দিয়ে জপ করা, দেবতাদেরে ডেকে ডেকে কানুকে

তাঁদের হাতে সঁপে দেওয়া প্রভৃতি শেষ হ'লে—শিঙ্গা বেণু রবে পাঁচনবাড়ী ঘুরণের সঙ্গে লাল নীল নানারূপ ধটী পরা রাখালদের—মধ্যে—তাঁদের গান গাওয়া, লাফঝাঁপ, চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে শিখিপুচ্ছের চূড়া দোলাইয়া অলকা-তিলকা চিত্রিত কপালের শোভা দেখিয়ে, পায়ের নূপুরের রুনু রুনু শব্দে মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করে, আহ্লাদে ডগমগ শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি ধেনুগণকে মনভুলানো বাঁশীর রবে মুগ্ধ ও যন্ত্রবৎ চালিত করে—কানু বৃন্দাবনের মাঠের দিকে চল্লেন।

(২)

আজ একটা নূতন জায়গায় যেয়ে নূতন খেলা খেল্‌তে হবে, রাখালরাজ এই মতলব দিলেন। রাখালেরা আনন্দে পূব দিকে চল্‌তে লাগল। যতই এগিয়ে যাচ্ছেন, কানাইএর মনে হচ্ছে কোন ভক্ত তার পাদপদ্ম ভক্তির শেকল দিয়ে বেঁধে টান্‌ছে, কে যেন তার জন্য কেন্দে আকুল হচ্ছে। সুতরাং



তিনি সেই দুর্গম স্থানে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন না—রাখালেরা তাঁর পিছু পিছু নির্ভয়ে চল্‌তে লাগল।

একটা জায়গায় রাখালেরা দেখ্‌তে পেল, দূর্ব্বাদল যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, তরুপল্লব ক্রমশঃ বিরল হয়ে পড়ছে—রৌদ্রের তেজ দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ছে—তার মধ্যে একটা জ্বালা বোধ হচ্ছে, বায়ু যেন আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সুবল বল্লে কানু ভাই, কি খেলা খেল্‌বি?

কানাই বল্লে "আয় আগে গেড়ু খেলে নি", গেড়ু খেল্‌বার জন্য সবাই ফুলের সন্ধানে ছুটল,—আশে পাশে দূরে একটা ফুলও নেই, একজন বল্লে "চল ময়ূর নাচ নাচি"—ময়ূরেরা যখন পেখম তুলে নাচে, তখন বালকেরা কেহ তাদের পিঠে-দোলান নীল কাপড়, কেউ লাল উর্ণি, কেউ পীত আঁচল উধাও করে ময়ূরদের সঙ্গে নাচ্‌তে থাকে।

কিন্তু ময়ূর-বহুল যমুনাতীরের এ জায়গায় একটী ময়ূরও নাই।



অন্যদিন তারা ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে, কখনও বা মর্কটদের দাঁত খিচুনি দেখে তাদের দাঁত বের করে ভেঙ্গচায, কখনও বা তাদের সঙ্গে গাছের ডালে ডালে লাফাতে থাকে। কিন্তু আজ না আছে ভ্রমর, না আছে মর্কট, হঠাৎ ছেলেরা বুঝ্‌লে—এস্থান যমুনার তীর হ'য়েও ভিন্ন রকমের, তাদের প্রাণ ত্রাসে শুকিযে উঠ্‌ল।

যখন ছেলেরা খেলার মত কিছু না পেয়ে কৃষ্ণের ছেড়ে যাবার পূর্ব্বে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হাঁরে তোর নূতন খেলা কি?" তখন কৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, "দেখ্‌বি এখন—সে মরা বাঁচার খেলা।" ছেলেরা এ কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। তারা এ ওর মুখ চাওয়া চাই করে ঠিক কল্লে "কানু ঠাট্টা কচ্ছে।" তখন সুদাম রেগে উঠে বেনুটা বাম হাতে ধ'রে, ডান হাতটা খুব নাড়া দিয়ে বল্লে—"সে হবে না বাপু, আমরা সব খুঁজে খুঁজে মর্‌ছি, আর কানাই তুমি হেসে হেসে ঠাট্টা কচ্ছ। গেড়ুই খেলব—ফুল নিয়ে এস, আদুরে কানাই—যে অবধি ফুল না



পাবে—সে অবধি ঘুরে মর গে, এখানে আস্‌তে হবে না। অজানা পথে এনে আমাদের উৎসবটি মাটি করবে, সেটি হতে দিব না।”

ইতিমধ্যে তারা দেখ্‌লে কৃষ্ণ নাই, কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছিলেন এবং ফুলের সন্ধানে অনেকটা পথ ফিরে গিয়েছিলেন, এমন সময় পথে রঙ্গদেবীর সঙ্গে দেখা হ'ল। রঙ্গদেবী তার কানে কানে কি বল্লে, তিনি সমস্ত ভুলে, রাখালদের ভুলে—ভক্তের আহ্বান ভুলে—রাইএর মান ভাঙ্গতে চলে গেলেন।

কানাই পশ্চিম দিকে যাবটের পথে চলে গেলেন।

কানাইএর স্নিগ্ধ বর্ণে রাখালেরা—গরুগুলি পর্য্যন্ত—সকল জ্বালা ভুলে গেছিল। কানু চলে গেলে তারা সেই জায়গায় অসহ্য তৃষ্ণা ও দৈহিক জ্বালা বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল।

এর মধ্যে মধুমঙ্গল বল্লে “আমার শ্যামলী গরুটা পাওয়া যাচ্ছে না,—খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হয়রাণ হলেম। ঐ ছাখ না বাছুরটা মাকে কি রকম ব্যাকুলভাবে খুজ্‌ছে। হাম্বা রব ক'রে মাঝে



মাঝে আমার ধরাটা মুখ দিয়ে টেনে ধব্‌ছে, যেন বল্‌তে চাচ্ছে ওর মাকে আমি খুঁজে বের করে দেই।"

সকল রাখাল একত্র হযে শ্যামলীর সন্ধানে ছুটল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আর আব গাভীগুলিও ছুটল।—ক্ষুৎপিপাসায় দগ্ধপ্রায বাখালেরা নিজেদেব তৃষ্ণা ভুলে গরুগুলিকে জল পান করাতে ব্যস্ত হয়ে ছুটল।—শ্যামলীকে পাওযা একান্ত দরকার,—তারা ঊর্দ্ধমুখে ছুটেছে।

কানাই কোথায় গেল, বলাইদা আজ আসে নি,—একাকী নিঃসঙ্গ, তরুগুল্মহীন বাজ্যে তাবা হাঁফাতে হাঁফাতে চলেছে। কেমন একটা অজানিত-ত্রাসে তাদেব বুক দুরুদুরু করে উঠ্‌ছে।

যতই এগুতে লাগ্‌ল, ততই তাদের ভয বেড়ে চল্ল। পথের মাটিতে একটি ঘাসের শিষ নাই, একটি গাছ নাই, পৃথিবীর শ্যামল ছবি যেন মুছে গেছে। আকাশ ধূসর বর্ণ, কোনখানে একটা পাখী গায় না, সূর্য্য দিগ্‌দিগন্তে রক্ত-চক্ষের মত চাইছে, প্রকৃতির সমস্ত শ্রী যেন ভয়ে সেস্থান হ'তে চলে গেছে।

✱ শ্যামলীখোঁজা ✱



যমুনার পাড়ে নীপকুঞ্জ, কুন্দকুঞ্জ, গুঞ্জাকুঞ্জ, সেফালী, স্থলপদ্ম রজনীগন্ধার মেলা,—তাদের উপর রং বেরং প্রজাপতির উজ্জ্বল পাখা সোণা-রূপা-মোড়ানো পাতের মত ঝক্‌ঝক্ ক'রে থাকে, তাদের পাশে ইন্দ্রধনুর বর্ণ পাখায় এঁকে ময়ুর নৃত্য করে; কোকিল পাপিয়ার অশ্রান্ত ডাকে প্রাণ প্রফুল্ল হয়—কিন্তু এখানে তাহার কিছুই নাই। ঐ তো যমুনা দূরে দেখা যাচ্ছে, এখানে যে ভয়াবহ মূর্ত্তি প্রকট করে ধরিত্রী সবাকার ত্রাস জন্মাচ্ছেন।

তা ছাড়া বায়ু কি একটা জ্বালা দিয়ে গা যেন পুড়ে ফেল্‌ছে। চোখ মুখ পুড়ে যাচ্ছে, রাখালদের চোখ সেই শ্যামরূপের সন্ধান খুজ্‌তে লাগল, যা তাদের তৃষ্ণা ভুলায়, সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেয়।

তারা এত নাচ্‌তে গাইতে জানে, এত খেলা জানে, তাদের স্ফূর্ত্তির অবধি নাই। কিন্তু তারা আজ বুঝ্‌ল, কৃষ্ণ ছাড়া তারা কায়াছাড়া ছায়ার ন্যায়। তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে, শ্যামলী কই? কোন্ কংসের চরের এ মায়া? কোন রাক্ষস শ্যামলীকে



চুরি করে নিয়েছে? কানু কানু বলে তারা ডাক্‌তে চাইল, কিন্তু তালুকণ্ঠ শুষ্ক—সে নাম অস্ফুট হয়ে বাহির হল। গরুগুলি আর চল্‌তে পারে না—তারা এদিক ওদিক চেয়ে কৃষ্ণরূপের সন্ধান করতে লাগ্‌ল।

আর একটু দূর এগিয়ে তারা দেখ্‌তে পেল, অদূরে যমুনা,—নীল জল গাঢ় কৃষ্ণাভ, তথাপি সেই জল দেখে তাদের প্রাণ এল। শত শত শুষ্ককণ্ঠ তৃষ্ণা মিটাবার আশায় সেই জলের দিকে ছুটল। গরুগুলি প্রায় ভুঁয়ে পড়েছিল—উঠবার সামর্থ্য ছিল না, তথাপি সেই কালো জল দেখে তারা উর্দ্ধ-পুচ্ছ হয়ে ছুট্‌ল।

যমুনার তীরে এসে রাখালেরা ও গরুগুলি জ্ঞান-হারার মত জল পান করলে। জল খেল না তিক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খেল। অমনি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তারা কানু 'কানু' 'করে' চীৎকার করে উঠ্‌ল—শেষবার বহু চেষ্টায় তাদের মুখ হতে কানুর নাম বেরুল, তারা পাড়ে শুয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। কানু



কোথায—"ভাই একবার এসে ছুঁযে যা, মব্‌বাব সময একবার তোব মুখখানি দেখিয়ে যা"—এই বল্‌তে বল্‌তে তারা বিষ জল পান করে প্রাণত্যাগ কল্লে।

যমুনার পাড়ে কালো, সাদা, গৌর বিভিন্ন বর্ণেব মূর্ত্তি তৈরী করে, কোন্ কুম্ভকার সূর্য্যের কিরণে সে গুলির রং শুকোতে রেখে গেছে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে গৌর, সাদা, বং এমন কি কাপড়ের পীত, নীল, সাদা সমস্ত রং মিলিয়ে গেল। যাকে তারা যমুনা বলে ভুল করেছিল, তা যমুনার একাংশে কালীয-হ্রদ। বিষের জ্বালায় তাদের রং সমস্ত কালো হযে গেল, কৃষ্ণেব ন্যায় কৃষ্ণত্ব পেয়ে শত শত রাখাল কালো হয়ে সেইখানে পড়ে রইল।

গরু বাছুব—তাদেরও রং বদ্‌লিয়া গেছে। কত রঙ্গিয়া বিষের জ্বালায় কালো হয়ে গেছে। শ্যামলীকে খুজ্‌তে খুজ্‌তে তারা সবাই যেন শ্যামল হয়ে গেছে।

(৩)

এদিকে রাধার মান ভেঙ্গে কৃষ্ণ ছুটে আস্‌ছেন—রাখালদের মৃত্যুকালে তারা 'কানু' বলে ডেকেছিল,



তাঁর অন্তরাত্মা তা শুনতে পেয়েছে, তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। পীতধরা ও ময়ূরপুচ্ছ উলট্ পালট্ হয়ে গেছে।

সেই ধূসর, প্রতপ্ত, বিষদগ্ধ দেশ কানুর আগমনে শান্তভাব ধারণ করল, তাঁর শ্যাম অঙ্গের ছটায় নির্জ্জন প্রদেশটা ঝল্‌মল্ ক'রে উঠ্‌ল।

তিনি এসে দেখলেন, "যেন কনক পুতলী, পড়িয়াছে ঢলি"—সেই চির-হাস্যময়, প্রফুল্ল, ক্রীড়াশীল কুঞ্জে কুঞ্জে স্বচ্ছন্দ বিহারী, তাঁর চিরানুগত—তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রাখালেরা ম'রে কালো হয়ে গেছে, "সেই স্ফুট চম্পকদল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনু আভা" সুদামকে আর চেনা যায় না। মধুমঙ্গলের তুষারকল্প শুভ্রবর্ণ কে যেন কালো রং দিয়া ঢেকে রেখেছে, তার বুকে "গো-ছাঁদনে।" পীতবর্ণ দড়িটা পর্য্যন্ত কালো হ'য়ে গেছে।

(৪)

তিনি খানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন,—তারপর প্রসন্ন দৃষ্টিতে গরু ও রাখালদের দিকে তাকালেন।



'[illegible] কলক [illegible] পাড়িয়াছে [illegible]" – পৃ ৫৬



তাঁর দৃষ্টিতে সুধাবৃষ্টি হ'ল, সেই দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর কৃপা বিতরিত হল,—সেই মৃতের রাজ্যে তার দৃষ্টি অমৃত দান করলে। শিখিপুচ্ছ হেলিয়ে মুক্তা ও গুঞ্জা ফলের হার দোলাইতে দোলাইতে, ঘাড় নেড়ে নেড়ে তিনি যার দিকে চাইলেন, তারই চোখ খুলতে লাগ্ল,—প্রভাতারুণের রেখা স্পর্শে যেরূপ রাত্রির আঁধার ঘুচে যায়, তার প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেইরূপ তাদের অঙ্গের কালিমা দূর হতে লাগ্ল। নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তারা উঠে বসে দেখ্ল, সম্মুখে নীলাম্বর সুন্দর-তনু কানু। তাদের কণ্ঠের তৃষ্ণা দূর হ'ল—তাদের চোখ জুড়াল, তাঁরা সজল চক্ষে কানুকে ছুঁইবার জন্যে, বুকে ধর্-বার জন্য এগিয়ে এল। কানু বল্লেন—"এখানে একটা দুষ্ট সাপ আছে, আমি তাকে তাড়াব, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, ভয় ক'র না," এই বলে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করে, একটা কদম্ব বৃক্ষের উচ্চ ডালে উঠে পড়্লেন।

সেই নিস্তব্ধ দেশে ঐ একটি মাত্র কদম্ব গাছ গোলাকৃতি শুভ্র মিশ্র হরিদ্রা বর্ণের প্রফুল্ল ফুলগুলি

দেখিয়ে নয়নাভিরাম হয়ে ছিল। গরুড় যখন অমৃত ভাণ্ড লয়ে স্বর্গ হতে যাচ্ছিলেন—সে বহু যুগের কথা, তখন বিশ্রামের জন্য একবার সেই গাছটার উপর বসেছিলেন। অমৃত ভাণ্ডের স্পর্শ পেয়ে নীপতরুটি অমর হয়ে আছে। তাই গাছটা বিষে জ্বলে যায় নি।

সেই বৃক্ষে উঠে কানু মল্লবেশে মালসাট দিয়ে কালীয়হ্রদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন,—তার আগমনে সেই স্থানের বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয়েছিল, এবং বিষজর্জ্জরিত বসুধা বিষশূন্য হয়েছিল। সুতরাং রাখালেরা সুস্থ হয়ে কানুকে একলক্ষ্যে দেখিতে-ছিল। কালীয়হ্রদ কানুকে বুকের মধ্যে পেয়ে পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ নিয়ে আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল। এ পর্য্যন্ত হ্রদজল বিষদগ্ধ হয়েছিল—তার বুকের জ্বালা বুকে করে স্তব্ধ ও অনড়ভাবে ছিল। আজ বহু যুগ পরে এই প্রকাণ্ড হ্রদজল প্রীতির মূর্ত্তিকে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল। দিক্‌বিদিগে ঢেউগুলি আনন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌ল। কোন ঢেউ সূর্য্যের কিরণে ঝল্‌মল্‌ করছিল, কোন ঢেউ ফেণা



বের করে গুমরিয়া মরছিল, কোনটি বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছিল—কোন ঢেউ নীরবে প্রস্তরখণ্ডের মত স্থির হয়ে ছিল—কিন্তু আজ শুভ্রতা লাভ করে—সমস্ত বৈষম্য দূর হয়ে—ঢেউগুলি আহ্লাদে নেচে উঠ্‌ল, সমস্ত হ্রদ দুলে উঠল, সেই সাগরোপম বৃহৎ কালীয়হ্রদের জল—শত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া আনন্দে ঝঙ্কার করে উঠ্‌ল। কালীয় নাগের প্রভুত্ব যেন আর মানবে না, তার উদ্যত বজ্র মাথায় পড়লেও না। আজ মুক্তির কোলাহলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অবাধ গতিতে ছুট্‌ল।

(৪)

হ্রদের ভিতরে কালীয় হঠাৎ তরঙ্গের আন্দোলন বুঝে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকটা চুপ ক'রে দাঁড়াল, তার পর রাগে তার রক্তচোখ আরো রাঙ্গিয়ে গেল, তীক্ষ্ণ দন্ত হতে বিষস্রোত প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু কোন্‌ অদৃশ্য শক্তিতে ঠেকিয়া সেই বিষস্রোত হ্রদের জল আর কলুষিত করতে



পার্‌ল না, পুঞ্জীভূত বিষরাশি কালীয নাগের পার্শ্বে শুধু পর্ব্বতবৎ জড হ'তে লাগ্‌ল।

শত শীর্ষ লয়ে সর্পরাজ দারুণ ক্রোধে উর্দ্ধদিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তার মুখে জগৎধ্বংসকারী হলাহল, তার লেজে বিষাক্ত হুল,—এই লয়ে সে হ্রদের উপরিভাগে অতি ভীষণ ভাবে জল আলোডন করে উঠে পড়্‌ল। কানুর দিকে সে এগুচ্ছে দেখে রাখালদের প্রাণ ত্রাসে উডে গেল, তারা অস্ফুট চীৎকার করে মূর্চ্ছিত হবার মত হ'ল।

কানু বল্লে—"এস কালীয, আমি তোমাকেই চাই, তোমার বিষাক্ত বেষ্টনকে আমি ভয় করি না। তুমি দুষ্ট—আমি তোমাকে এস্থান হইতে তাড়াব। যমুনা-তীর এই বৃন্দাবনের রাজ্য আমার, এখানে এত দিন তুমি অধিকার করেছিলে—এই ঢের, আর পারবে না।" এই কথার উত্তর না দিয়ে সর্পরাজ তার বিশাল দেহ দিয়া কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে ক্রমশঃ হ্রদের নীচে যেতে লাগল। তখন রাখালেরা হাহাকার করতে লাগল,—ক্রমে ঐ যে কানুর অলকা তিলকারঞ্জিত



নীলোৎপলনিন্দী মুখখানি কালীদহের জলে ডুবে গেল—কেবল তার শিখিপুচ্ছটা শান্ত নীলরঙ্গের শোভা দেখিয়ে তখনও একটু দেখা গেল—মূহুর্ত্ত পরে একটা ঢেউর নীচে ওটিও ডুবে গেল।

তখন কেন্দে কেন্দে সুবল সখা বল্লে—

"চল চল গৃহে চল—আমরা বলিগে
মায়েরে গিয়ে,
তোর অঞ্চলের মণি, শুন গো জননী
এলেম ভাসিয়ে দিয়ে।
ব্রজকুল শশী অস্ত হ'ল এত দিনে
ও ভুবন শূন্য হ'ল
আর আমরা থাকিব কি নিয়ে।"

(৫)

যখন কৃষ্ণ কালীদহের জলে ডুবে গেলেন, তখন বৃন্দাবনে ঘন ঘন ভূমিকম্প হ'তে লাগ্‌ল। অকস্মাৎ পথিকেরা পথ ভুলে বিপথে যেতে লাগল। মাতা ছেলেকে স্তনা দিতে গিয়ে তাকে কোল হ'তে



আছ্‌ড়ে ফেল্লেন। পত্নী স্বামীকে ভাত দিতে গেছেন, হঠাৎ হাত হ'তে থালা ফেলে দিলেন। ঘন ঘন উল্কাপাৎ হ'তে লাগল। ব্রজের সূর্য্য নিবে গেল। বল্লরীর গায়ে যে নানা রঙ্গের ফুল যুটেছিল, তা' কিশোরীদের কচি মুখের মত শুকিয়ে গেল। আকাশে একটা বিপুল কান্নার রব শোনা গেল। বিনা কারণে নর নারীর চোখের জল পড়্‌তে লাগল।

যশোদা ও নন্দ পাগলের মত হয়ে যমুনার তীর খুজতে লাগ্‌লেন, এবং রাখালদেব পদাঙ্ক ধ'রে ধ'রে যেয়ে কালীদহের পাড়ে উপস্থিত হলেন, তাদের পেছনে সমগ্র ব্রজের লোক।

সেইখানে শিশুরা কাঁদছিল—সর্ব্বস্ব ডুবে গেলে যেরূপ সমুদ্র-গামী বণিক্ মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে থাকে, তারা সেইভাবে কাঁদছিল। তারা কালিদহের জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিবে। কিন্তু তাদের সব আশা নিবে গেছে, বলাইদা যখন—এ কথা বল্‌বেন—তখন তারা মর্‌বে,—তার আগে নয়।

সেই কালিদহের তীরে তখন একটা ভীষণ কান্না-



কাটির রোল, কানুকে ছাড়া ব্রজধাম, সে যে কি তাহা কে বুঝাবে। কার কথা বল্‌ব, যশোদা দেখ্‌লেন,—ব্রজের শিশুরা ও মায়েরা সকলেই তাঁর মত, কানু তাঁর একার নয়, সকলেরই।

লাঙ্গলটার উপর ভর দিয়ে ডান হাতে সিঙ্গাটা ধ'রে বলরাম দাঁড়িয়ে। সবাই কাঁদছে, হাহাকার করছে—কিন্তু বলাই নিঃশব্দ, তার মনেও অবিশ্বাসের ছায়া এক এক বার প'ড়ে শ্বেতপদ্মের উপর যেন নীলোৎপলের বর্ণ ফলাচ্ছে, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। বলদেব পরক্ষণেই ভাবছেন,—"ধিক্ আমায়। আমি অবিশ্বাস কচ্ছি, প্রেম-ধর্ম্ম যা দিয়ে বৃন্দাবন জগজ্জয়ী হবে, তার উপর অপ্রত্যয় হচ্ছে। আসুরবল দেব-বলকে ভয় দেখাচ্ছে। এ কখনই সম্ভব নয়, কানু যে ফুলদল দিয়ে শাল্মকীতক কাট্‌বার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। প্রীতিদ্বারা হিংসাকে, বিরাগ দিয়ে ভোগকে, দৈন্য দিয়ে অহংকারকে, বিশ্বাস দিয়ে দুর্জ্জয় অবি-শ্বাসীকে দলন করবে বলে এসেছে। আসুরবলের ব্যাপকতা, দুর্লংঘ্য শক্তি দেখে যদি প্রীতি ভয় পায়,

তবে কি ক'রে আর জগতে ফুল ফুট্‌বে, পাখী গাইবে? বৃন্দাবন যে তা' হ'লে ব্যর্থ হয়ে যাবে—মাথার উপর বজ্র আছে মনে করে কেউ আর হাস্‌তে পাবে না—মৃত্যু সবার সামনে দাঁড়িয়ে—এই দেখে মা আর, শিশুকে চুম খাবে না—ভীষণ ব্যাঘ্র যে গাছটায় গা ঘেঁসে আছে, তার উপরকার ল পুঞ্জ পুঞ্জে ফুল আর হেসে হেসে ফুট্‌তে পাবে না—পৃথিবীর সব রস যে তা' হলে শুকিয়ে যাবে। মুহূর্ত্তকাল বলাইদা ধ্যানস্থ হয়ে চুপটি করে রইলেন—শেষে বল্লেন, "আমি অভয় দিচ্ছি, কানুর একটি কেশ নষ্ট করতে পারে, এরূপ পাশব বল জগতের কোন-খানে নেই, তোমরা ভালবাস্‌তে জান কিন্তু বিশ্বাস করতে জান না।" আর একটু থেমে উৎসাহে বল্লেন—"তো-তোমাবা ভয় ক-করো না, আমি—ব-বল্‌ছি, আমি যখন শি-শিঙ্গা বাজাব, তখন কা কা কানাইয়া আস্‌বে, সময় হ'লে আমি শি-শিঙ্গা বাজাব।" বলাইদা একটু তোত্‌লা ছিলেন, তার উপর বারুনীর প্রভাবটা তখনও একেবারে যায় নি।

(৬)

কংস রাজার সভায় দুরন্তনাগ আহুত হয়েছিল, সে আজ ফিরে এসেছে, রাজ-সভায় দুরন্তনাগ যে সকল কথা বলিতেছে, যবনিকার আড়াল থেকে মহারাণী অরুপা (কালীয় রাজার স্ত্রী) তা শুন্‌ছেন। দুরন্ত বল্লে "কংসের শক্তি যা দেখলেম।—তা অসীম, দেবগণ তাঁর ভয়ে কাঁপছে। অথচ কংস-মহারাজকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখলেম।" কালীয়-রাজাকে সম্বোধন করে দুরন্ত আবার বল্লে, "মহারাজার সঙ্গে একটা সখ্য সম্বন্ধ স্থাপন করতে কংস খুব উৎসুক, রামকানু নামে দুটো গয়ালার ছেলের ভয়ে রাজা অস্থির। কানু আঁতুর ঘরে থাক্‌তে পুতনা রাক্ষসীকে মেরে ফেলেছিল, মহারাজার দাঁতের একটু বিশ সে তো স্তনে মাখ্‌তে চেয়ে নিয়ে গেছিল,—কানুটা নাকি সেই বিষ সমেত স্তন চুষে তাকে মেরে ফেলেছিল।"

বাধা দিয়ে কালীয় রাজা বল্লেন, "কখন ও নয়, সে নিশ্চয়ই আমার বিষ হারিয়ে ফেলে আর কিছু স্তনে মেখে গেছিল। আমার বিষ জগতে কখনও



ব্যর্থ হয় নাই। অপগণ্ড শিশু তাই মুখে দিয়ে বেচে থাক্‌বে—তা দেখলে ও বিশ্বাস করি না। অন্য সর্পের বিষ রক্তের সঙ্গে সংযোগ হ'লে কাজ করে, কিন্তু আমার বিষের হাওয়া লাগ্‌লে মানুষ ঢলে পড়ে। যা হোক তুমি বলে যাও"—

দুরন্ত পুনরায় বল্‌তে লাগ্‌ল—"তারপর রামকানু ক্রমশঃ বড হচ্ছে—এবং তারা অঘাসুর বকাসুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি কংসের রাক্ষসদিগকে মেরে সাবাড কচ্ছে। কংস এজন্য মহারাজার সাহায্য চাচ্ছেন।"

কালীয় "সাহায্য চাচ্ছেন, সাহায্য দেব। দুরন্ত, তুমি আজ তাঁকে জানিয়ে এস, দুইটা কেন সবগুলি গয়লার ছেলের শব তিনি এসে শীগ্‌গির দেখ্‌তে পাবেন। শুনেছি সে কানু চোরা নাকি শীঘ্র আমার এই হ্রদে আস্‌বে। তার কোন ভক্ত স্বপ্ন দেখেছে, যদি এমনই না এসে, তবে আমার অনুচরেরা তাকে তেডে গিয়ে ধর্‌বে।"

এই বলে সভা-ভঙ্গ করে রাজা অন্তঃপুরে গিয়ে দেখেন, রাণী অরূপা অতি ক্ষুণ্ণ মনে জানেলার গরাদ



ধরে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। স্বভাবতঃ নাগ কন্যারা সুন্দরী, কিন্তু অরূপার মত সুন্দরী সমস্ত নাগরাজ্যেও আর একটি ছিল না।

কালীয় অরূপার রূপে ভুলেছে—যদিও উভয়ের প্রকৃতি বিষম। কালীয় অহঙ্কৃত, ক্রূর ও হিংস্র, অরূপা স্নিগ্ধ প্রকৃতি—দয়ালু ও করুণাময়ী। আজ অরূপার ম্লান মুখ দেখে কালীয় বল্লে—"তোমার কি হয়েছে বল দেখি ?" অরূপা মুখ ফিরিয়ে "কিছু নয়" বলে এড়িয়ে যেতে চাইল। কালিয় তাকে বল্লে "সেটি হচ্ছে না, তোমাকে বল্‌তেই হবে, কি হয়েছে।" অরূপা স্বামীর দিকে চাইতে পার্‌লে না, অধোমুখে বল্লে "শুনে কি হবে, তুমি কি আমার কথা শুনবে ?"

"শোনবার মতন হ'লে শুনব বই কি ? গহনা-পত্র, আসবাব—স্ত্রীলোকেরা যাহা চায়,—মণির মালা, হীরার কণ্ঠী, মরকতের বালা—সবই দেব, তোমার আরামের জন্য আমি কি না করতে পারি, তোমাকে আমার অদেয় কি আছে, অরূপা ? আমার

মনে বড কষ্ট, তুমি কোন দিন মুখ ফুটে তো আমার কাছে কিছু চাও না, একবার চেয়ে দেখ, আমি কত আনন্দের সঙ্গে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করি।"

অরূপা এসকল উক্তিতে একটুও প্রীত হয়েছেন এরূপ দেখা গেল না। রাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন "আজ শুনলুম, তুমি কংসের সঙ্গে মৈত্রী করেছ, —রামকানুকে মারবে।"

"ঐ হচ্ছে সব গোলমেলে কথা,—তুমি তো বলেছ যে তুমি স্বপ্ন দেখেছ কানু আস্‌ছে। কানুর বাহন গরুড আমাদের বংশের শত্রু, আমি তার ভয়ে এই হ্রদে পড়ে আছি, আমি—যে আমি বিশ্ব দগ্ধ করতে পারি,—আমাকে গরুড তাডিয়ে এনেছিল। এই শিশুটাকে মেরে ফেল্লে গরুড হীনবীর্য্য হয়ে পড়্‌বে,—শুনেছি গরুডের সমস্ত বল—এই শিশুটার থেকে পাওয়া। শিশুটাকে মার্‌তে পারলে আমি জগতের রাজা—জগদীশ্বর হব, শুধু কংসের অনুরোধে মৈত্রী করি নি,—এই শিশু আমাদের উভয়েব শত্রু।"

রাণী ম্লান মুখে বল্লেন, "তা তুমি পারবে না।"



কালীয়—"কেন পারব না ? এই কালীয় হ্রদের বিষের তেজ তুমি জান ? ব্যোম বিহারী পাখীরা এই হ্রদের উপরে উঠ্‌লে অমনি পুড়ে ঝুবে জলে পড়ে যায়। হ্রদেব জলে আমার অনুচরেরা বিষ ছুঁড়ে ফেল্লে তা সপ্ততাল ভেদ করে প্রাণী মাত্রকে বধ করে, মাটির উপর বহুক্রোশ জুড়ে এই হ্রদের হাও-য়ায় একটি বৃক্ষ নাই, একটি পত্র নেই। রাখালের ছেলেরা কি দিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, পাচন বাড়ি নিয়ে, না বাঁশী বাজিয়ে ? মৃত্যু আমার হাতে।"

অরূপা ভ্রুকুঞ্চিত করে বল্লেন, "জানি মরণ তোমার হাতে, কিন্তু জীবন যে তাদের হাতে।"

এবার কালীয় রেগে গিয়ে নিজের অঙ্গ আস্ফোট করে বল্লে, "এই অন্তঃপুরের যবনিকার ভিতর নীল শাড়ীর একটি মোড়কের মত পড়ে আছ। আমার ক্ষমতা কি করে জান্‌বে ? আমি ক্রুদ্ধ হলে আকাশে উল্কাপাত হয়,—তা জান ?"

অতি নম্রস্বরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে রাণী বল্লেন, "তুমি যমের দণ্ড নিয়েই এস, আর বিষ অগ্নি সহায়



করেই এস—যাদেব বিরুদ্ধে যাবে, তারা তোমার এলাকার নহে। তাদের প্রেম ব্রত, তাদেব রাজ্যে ক্রূরের জয় নাই, তারা যমদণ্ডকে রাজত্বের ভিত্তি মনে করে না, তারা ভালবাসার রাজ্য গড়ে, তারা যেখানে যায় সেইখানেই জয়ী। তোমার বল তাদেরে কিছু করতে পারবে না। তোমার বল তাদের কাছে—যারা তোমায় ভয করে। তারা নির্ভয় হয়ে তোমাকে ফাঁকি দিযেছে—তারা মরণ-জীবনে কোন তফাৎ দেখে না। মরণকে নূতন জীবনে যাওয়ার সাঁকো মনে করে, তুমি তোমার বিষ দিযে খেচর, ভূচর, জলচব সব্বাইকে ত্রস্ত করতে পার,—তাদেরে পাবে না। তারা যা চায না, যা গ্রাহ্য করে না, সেইগুলি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাদের ভীত করতে পাবে না।"

কালীয় অরূপার রূপে মজে গেছে। রাণীর প্রত্যেকটি কথা বীণার সুরের ন্যায় তার কাণে বাজ্‌ছিল—অথচ সে কথাগুলি যে নিতান্ত অসার, তা সে নিজে বুঝেছিল। সে মৃত্যুর ভাণ্ডার খুলে বসে



আছে। যে বিষে যমুনা নদীর একাংশ—তার উপরের আকাশ, ওপাড়ের মাটী, দগ্ধ হয়ে গেছে, বালকের কচিদেহ তা ঠেকিয়ে রাখ্‌বে—কি দিয়ে—না প্রীতি দিয়ে।—শুন্‌ছ পাগলীর কথা। কিন্তু এ সকল কিছু না বলে—রাণীর দিকে কৌতুকপূর্ণ, হাস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাজা বল্লেন "যা হোক্, রাণী, তোমার রাখালেরা চোখের জল ফেলে, বাঁশী বাজিয়ে, কোকিলের ডাক ডেকে যদি আমায় পরাভব কর্‌তে পারে—তা করুক না। আমি পরাজয় মাথা পেতে নিব, তার জন্য তুমি ম্লান মুখে রয়েছ কেন?"

"আমার ম্লান মুখ কেন?" রাণী এইবার কেঁদে ফেলে বল্লেন "আমার ভাবী বৈধব্যের আশঙ্কায়, আমাব স্বামী জগৎ-পতিকে তুচ্ছ কচ্ছেন,—তার অসীম প্রেমে ধরা দিচ্ছেন না—তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কচ্ছেন—এই কারণে।" এই বলে পায়ে ধরে রাজাকে বল্লেন—"তুমি এই ব্যাপারে ক্ষ্যান্ত দাও, কংসকে বলে পাঠাও, তুমি রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না, তাঁদের শরণ নেও।"



রাজা রাণীকে সোহাগ করে তার চোখ মুছিয়ে দিলেন—"তবু ভাল, তুমি আমার মৃত্যুর ভয়ে কাঁদ্‌ছিলে। আমি ভাবছিলেম, কচি রাখালগুলি যে শুকিয়ে দগ্ধ হয়ে মর্‌বে—তার জন্য বুঝি আমার করুণাময়ীর করুণা উথ্‌লে উঠেছিল। তা হ'লে না না হয় তাদের রক্ষার জন্য একটু মনোযোগী হতেম। আমার প্রাণের জন্য কাঁদছ?" এইবার কালীয় একটা অট্টহাস্য হাস্‌লেন, তারপর বল্লেন, "যদিও গরুড় আমায় তাড়িয়ে এই হ্রদে এনেছিল, কিন্তু সে আমার প্রতাপ বিলক্ষণ জানে,—সর্পজাতি তার ভয়ে একটা সন্ধি করেছিল, নিয়মিত সময়ে তাকে একটা প্রকাণ্ড ডালি পাঠাতে।

"আমি তাদেরে বারণ কর্‌লেম। তারা বল্লে, শেষ রক্ষা কর্‌বে কে? সে যখন একটা গহ্বরের মত মুখ ব্যাদান করে, দুইটা নদীর মত ঠোঁট দুটো বিস্তার করে, একদিনে এক লাখ সাপকে পেটের ভিতর পুর্‌বে,—তখন কে কোথায় থাক্‌বেন?' আমি বল্লেম— "আমি অভয় দিচ্ছি, আমি তাকে সংহার করব।"



তারা কবুল হ'ল না। যথা সময়ে ডালি পাঠাতে লাগল। একদিন ক্ষুধায় পেট জ্বল্‌ছে, দেখলেম, একটা প্রকাণ্ড ডালি মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাপেরা। আমার জাতির এই অপমান—আমাদের শত্রুর নিকট এই পরাভব, বরদাস্ত করতে পারলেম না। আমি সেই ডালি কেড়ে নিয়ে উদর-তৃপ্তি কর্‌লেম।

"সংবাদ পেঁাছিতে বিলম্ব হ'ল না—তারপর দেখি আকাশে যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উঠ্‌ছে। সমস্ত আকাশটা আলোড়ণ করে কি যেন একটা আস্‌ছে—প্রথম শুনলেম পাখার শব্দ, তাতে অন্য সকল শব্দ ডুবে গেছে—আমার কাণে তালা লেগে গেল। তারপর দেখলুম, দশটা নখর দশটা শাণিত খড়্গের ন্যায়,—তারপর দেখলুম রক্তচক্ষু ও দুইটা ঠোঁট,—দুইটা প্রকাণ্ড আগুণের হাল্‌কার ভিতর যেন স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। আমি তার সঙ্গে সাতদিন যুদ্ধ করেছিলাম। কংস সেদিন আমার পক্ষে 'বাহাবা' দিয়েছিল, সেই যুদ্ধে বারংবার ভূমিকম্প হচ্ছিল, হিমাদ্রি পর্ব্বত

হতে বড বড শাল্মলি উপ্‌ড়িয়ে পড়েছিল। গরুড়ের পালকের উপর আমার বিষ-বর্ষণ ততটা কাজ করতে পারে নাই, এই দুর্ভেদ্য পালকের ব্যূহ ভেদ করে আমার বিষ দেহে প্রবেশ করতে পারে নি। তারপর এক মধ্যাহ্নে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে সূর্য্যেরদিকে তাকাচ্ছি, এমন সময় আমাকে ঠোঁট দিয়ে এমনি কাট্‌তে লাগল, যে আমি এই কালীয় হ্রদে এসে ঢুকলুম—এই হ্রদের উপর শাপ আছে—গরুড়ের এখানে আসবার অধিকার নেই। কিন্তু আমার মনে হয়—আর একটা রণক্ষেত্রে পেলে আবার যুঝে দেখতেম। এর মধ্যে কংস আমায় জানিয়েছে—তার সমস্ত বল কানু। কচি শিশুটাকে মেরে যদি পাখীটাকে হীনবল করা যায়—সেইটিই ত সহজ উপায় হবে। রাণী তুমি তোমার বৈধব্য ভেব না, বরং ভাব যে শিশুগুলি মর্‌বে”—

এই বলে অকরী কাজে কালীয় বাইরে চলে গেল।

(৭)

অরূপা তখন কাঁদছেন, ‘আমার স্বামী কৃষ্ণদ্বেষী,



তার এত অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধা—কিন্তু সে যে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে বকাসুরে অঘাসুরের দশা পাবে—তা রাণী জান্‌তেন। তার পাশে তাঁর স্নেহ-শীলা সহচরী অঙ্গনা এসে বসেছিল,—সে রাণীকে বিষণ্ণ দেখে বল্লে—'শুনছি তুমি নাকি স্বপ্ন দেখেছ, কালীর হ্রদে কৃষ্ণ আসবেন।'

চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে রাণী বল্লেন, "সত্যি অঙ্গ, আমি স্বপ্ন দেখেছি। আমার কি হয়েছে, রোজ সকাল সন্ধ্যায় বাঁশীর সুর শুনতে পাই, মনে হয় যে বাঁশী বাজায় তাকে গিয়ে একবার দেখে চোখ জুড়াই। বাঁশী শুনেছি, নাম শুনেছি—কিন্তু চোখে দেখিনি।—এই আমার নিত্যকার আরাধনা তাঁকে পূজা করব, তিনি রাখালদল লয়ে যে নিত্য লীলা করেন—এই যমুনার পাড়ে নৃত্য করেন, তাঁকে একবার দেখলেম না, আমার বৃন্দাবনবাস মিথ্যে হয়ে গেল অঙ্গ, এই কষ্ট। মনে হয় বনের পাখী হ'তে পার্ত্তেম, তবে উড়ে গিয়ে কদম গাছে বসে তাঁকে দেখে চোখ জুড়োতে পারতেম; যদি যমুনার



জল হ'তে পারতেম, তবে রাখালরাজ যখন পাড়ে বসে বাঁশী বাজাতেন, তখন তাঁর নূপুর ছুঁয়ে পা ধুয়ে দিতে পার'তেম।

"রাজসভায় তাঁর নিন্দা, আমার স্বামীর মুখে তাঁর নিন্দা—এত আব রোজ রোজ সইতে পারি না, তাই কাল ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক্‌ছিলেম। কাল মনে হয়েছিল যেন সাড়া পেলেম,—রাত্রে স্বপ্ন যেন একটি কালো সুন্দর ছেলে হেসে হেসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"আমি শীঘ্র যাব,—তুমি প্রতীক্ষা করে থে'ক।"

এই অরূপা কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য অনেক দিন তপস্যা কচ্ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে মিথ্যাকে পরিহার করেছিলেন, তিনি ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও একান্ত নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করেছিলেন, তিনি উপবাস করে থাকতেন, রাত্রে তাঁকে স্মরণ করে কাঁদতেন। তাঁর নিদারুণ স্বামী তাঁকে শুধু ভালবাসতেন না, ভয় করতেন। তাঁর সংযত জীবন একটা আরতির দীপ শিখার ন্যায় জ্বলেছিল,—লালসা



নিয়ে রাজা তার ঘরে ঢুক্‌তে সাহসা হতেন না। তাঁর বহু সংখ্যক কাম-মহিষী ছিল, তাদের নিযে সেই সকল চপল আমোদে যোগ দিতেন। কিন্তু পুরোহিত যে রূপভাবে মন্দিরে প্রবেশ করে সেই ভাবে তিনি অরূপার গৃহে আস্‌তেন। অরূপা কখনও অঙ্গনার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌তেন, "আজ অঙ্গ, আমার রাত জাগা সার্থক হযেছে, আজ তাঁর পায়ের নূপুর শুনেছি।" অঙ্গনা ব'লত "আমি কি ক'রে শুন্‌তে পারি, রাজ্ঞী আমায বলে দিতে পার।" রাণী সোহাগ করে অরূপাকে বলতেন, "কি ক'রে আমি বলব। যদি দেখা হ'ত, তবে তাঁকে সেধে এই ভিক্ষা চাইতেম, যে তোমাকে তিনি একটি বার দেখা দেন। আমি নিজে দেখা পাই নাই, কি ক'রে নূপুর শুনবি, তাই বা বলব?" অঙ্গনা বল্লে "আমি তা জানি কি ক'রে পেতে হয়। তুমি অবশ্য তাঁকে দেখবে, আমি তোমারই মতন হয়ে তাঁকে পাবার দাবী করব।" তদবধি অঙ্গনা তার সুদীর্ঘ কেশ-পাশ চ্ছেদন করে, একাহারী হ'ল, বাক্য ও ব্যবহারে



সংযম শিখে একান্ত মনে কাণ পেতে থাকৃত—বাঁশীর সুর শুনতে। অন্ধপা যখন বলতেন—"ওই শুন্‌ছিস্ না, বায়ুর গতিতে লহরী তুলে সুর আস্‌ছে, কালী-দহের জলের জ্বালা জুড়িয়ে সুর কেমন নেচে নেচে আস্‌ছে—শত শত ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায়—নারদের হাতের বীণা-বাদনের ন্যায়—ততোধিক মিষ্ট—সেই সুর আস্‌ছে।" অঙ্গনা দে'খত রাণীর চোখে জল, তিনি দেবীর মত বসে যেন আনন্দাশ্রু ফেলে স্বর্গ-সুখ উপভোগ কচ্ছেন। এই নিষ্ঠুর, বিষদগ্ধ, বিষাভিমানী, ক্ষমতা লুব্ধ, অতি ভীষণ, ক্রূর রাজ-ধানীর মধ্যে মাত্র সেই দুইটি প্রাণী জা'নতেন—বৃন্দাবনে যে প্রীতির সুর জেগে উঠ্‌ছে—শত শত কালীদয়ের দগ্ধ হৃদয় তা জুড়োবার শক্তি রাখে।

(৮)

এদিকে ব্রজবালক ও গোপীদের হাহাকারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কালীয় নাগের দেহ বেষ্টিত হয়ে, তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে জলের নীচে নাম্‌ছেন। তাঁহার অঙ্গের শ্যামশ্রী, পীতবাস, সুবর্ণমণ্ডিত মকর-



চিহ্ন যুক্ত বাঁশী, গলায় মুক্তার হার, পায়ের মণির নূপুর ও শিখিপুচ্ছের নানা বিচিত্রবর্ণ কালীয় নাগের তমিস্রাতুল্য অঙ্গের খরপ্রভার সঙ্গে মিশে যাওয়াতে কালীদহের জল বিবিধ বর্ণের মণি খচিত একটা বৃহৎ পুষ্পের ন্যায় দেখাচ্ছে। ক্ষণকালের জন্য কালীয় মনে কর্‌ল, 'একে আর হত্যা করে কি হবে? এ যে কচি ফুল-সম দেহ, একটু এঁটে ধ'ল্লেই ত প্রাণ ত্যাগ করবে,—অরূপার কাছে ধ'রে নিয়ে গেলেই বুঝ্‌বে, তার খেয়াল ও কল্পনা কত অসার। মেয়েদের মাথায় কি না আজগবি কথা স্থান পায়? বিশ্ববিশ্রুত বীর্য্য, জগৎ সংহার ক্ষম কালীয় নাগের বিষ এই কচি শিশুদেহ ঠেকিয়ে রাখিবে,—এই ভাবের বিশ্বাস কি করে মনে স্থান পায়?'

যখন কালীয় এই ভাবের চিন্তা কচ্ছিল, তখন সে হঠাৎ দেখতে পেল, কি যেন তার বেষ্টনের মধ্যে বড় হচ্ছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কে যেন তাকে ছাপিয়ে উঠতে চেষ্টা পাচ্ছে। কৌতুকের সঙ্গে সে চেয়ে দেখল, কৃষ্ণ আর ছোট্ট ছেলেটি নাই, তিনি বড় হচ্ছেন,

ক্রমে তার দেহ কালীয়ের দেহ ছাপিয়ে উঠ্‌ল। যে জিনিষটা একটা মুঠোর মধ্যে বলে সে মনে করেছিল—তা যে এত বড হ'তে পারে, তা তার মাথায়ই আসে নি। ক্রমে সেই দেহ এক অসীম আকার ধারণ কর্‌লে,—যা বিন্দুটির মত ক্ষুদ্র ছিল, তা' সিন্ধুব মত হয়ে উঠ্‌ল। কালীয়ের মাথায় এ আশঙ্কা কখনই হয নাই। যাকে সে ধরেছে সেই ত বিষে জর জর হযে মরেছে,—কিন্তু একি? দিশি দিশি কৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ, শত শীর্ষ, সহস্র চক্ষু, সহস্র বাহু পুরুষবর তার দেহের গণ্ডী ছাপিয়ে কতদিকে বিস্তীর্ণ হযে পডেছেন। কালীয যে দিকে চা'হে, সেই দিকেই উর্দ্ধে অধে—পার্শ্বে শ্যামরূপ ঝলমল। জিনিষটা এত বড তা না দেখ্‌লে প্রত্যয হত না,—তার দাঁতের সমস্ত বিষ—তার সহস্র সহস্র অনুচরের বিষ, তাঁর বিরাট দেহের কাছে অতি তুচ্ছ।

তখন মদঘূর্ণিত রক্তচক্ষে সে কৃষ্ণের মর্ম্মস্থান-গুলি দংশন করতে লাগল। তার সহস্র সহস্র অনু চরেরা এসে সেই শ্যাম দেহ দংশন করতে লাগল।

কিন্তু যে স্থানে দংশন করে, সেই স্থানের শ্যাম জ্যোতি আরও ফুটে উঠে ,—অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার অমৃত প্রলেপে সেই সেই অংশের শোভা আরও জাজ্বল্যমান হয়। কালীয়ের অনুচরেরা—দুরন্ত, সুতীক্ষ্ণ ও কালনেমী প্রভৃতি নাগেরা—যাদের চক্ষের জ্যোতির বিষে উদ্যান শ্মশান হয়ে পড়ে, শত শত জীবন যাদের বিকট নিষ্ঠুরতায় অবহেলায় নষ্ট হয়,—সেই ক্রূরকর্ম্মা অনুচবের দল—কৃষ্ণের বিরাট বপুর যেখানে-সেখানে দংশন কচ্ছে, কিন্তু সেই এক ভাব। বিশ্বের নমস্য, বিশ্বরূপ ধারণ ক'রে দ্বিগুণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে—কৃষ্ণ দিগেদশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এ মুঠোব ভিতর পুরবার জিনিষ নহে, এ রণ-ক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নয—এ যে বিরাট অসীম, এর নাম শত, সহস্র, অযুত, নিযুৎ,—নাগকুল যতই পরিশ্রান্ত হযে পড়্‌ল, সেই বিরাটপুরুষের হাসিও ততই উৎফুল্ল হতে লাগল্। দংশনের পর দংশন যেন সে মূর্ত্তিকে আরও নির্ম্মল করে দিচ্ছে। যখন বিরাট দেহের শেষ কোথায় তার লাগ না পেয়ে কালীয়ের শরীর



আস্তে আস্তে সেই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু দেহ হতে আল্‌গা হয়ে পড়্‌ল, তার মুখ হতে অবিরাম লালা ভাঙ্গতে লাগল, তার শ্বাসপ্রশ্বাস ভয়ে রোধ হবার উপক্রম হ'ল,— কৃষ্ণ তখন আস্তে আস্তে তার শিরেব উপর পা' দিয়ে, নাচ্‌তে আরম্ভ করলেন। তিনি এই ব্যাপারে যুদ্ধ করেন নাই, শুধু প্রীতির দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কবছেন—সুধুবাদননর্ত্তনে অসুবকে পবাভূত করে-ছেন। কালীয়ের শত মস্তক, কোনটির নাম দম্ভ, কোনটির নাম কাপট্য, কোনটির নাম বৈর, কোনটির নাম লোভ, কোনটির নাম স্বার্থ, কোনটির নাম অত্যাচার, কোনটির নাম ক্রূরতা,—কোনটির নাম ভেদ বুদ্ধি, এইরূপ। কৃষ্ণের পদভরে এক একটি মস্তক বিদীর্ণ হল এবং কালীয ধূলায় লুণ্ঠিত হযে পডল। এখন সর্ব্বশেষ মস্তকটি—যাহাতে জীব মাত্রেরই জ্ঞান থাকে, তার উপর কানু বাঁশী হাতে দাঁড়িয়ে। এখনও—সমস্ত দেহ অবসন্ন হওযার পরেও—কালীয় স্বীয় মস্তক উন্নত করে আছে। কিন্তু তার অবস্থা অতি শোচনীয়, কানুর মৃদু বেণু বাদনে ও নর্ত্তনে তার



প্রাণ যে ওষ্ঠাগত। মুখের দুই ধারে লালা ভাঙ্গ্‌ছে, চোখ দুটি হতে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে, পুনঃপুনঃ দিকবিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে দংশন চেষ্টায় তার অস্থিগুলি স্থানচ্যুত হযে দেহটা অসারের মত হয়েছে—এইবার প্রাণ যাবে। হঠাৎ কালীয় মনে করলে, তার একমাত্র মস্তক স্পর্শ করে আছে—সেই যে পাদপদ্ম, তাহা অতি কোমল। এত যে বৈর সাধনের চেষ্টা সে করেছে—তাতে করে কৃষ্ণের করুণা হতে সে বঞ্চিত হয় নাই। তার মস্তকগুলি গিয়েছে—তাদের নিজেদের দংশন কর্‌বার বিরাট চেষ্টায়। কৃষ্ণ সে গুলি নষ্ট করেন নাই, সে নিজের ভারে নিজে তলিযে যাচ্ছে।

(৯)

এইবার অনুতাপ আস্‌বে, এমন সময়ে কালীয় এক দৃশ্য দেখে বিস্মিত হল,—কৃষ্ণের দুই দিকে অরূপা ও অঙ্গনা। তারা হাত জোর করে তাঁকে স্তব কর্‌ছে। কৃষ্ণ হেসে হেসে বল্‌ছেন—"তোদের ডাকেই ত আমি থাক্‌তে পারিনি, নইলে এ পূবদিকে

রাখালদের নিয়ে কেন আস্‌ব ? তোরা যে উপোস কব্‌তি, আমার বাঁশীর সুর শুনতে কাণ পেতে থাক্‌তিস, মেঘের কোলে বিদ্যুৎ দেখে আমার পীত বাস মনে করে চোখের জল ফেল্‌তিস—সে কি আমার চোখ এড়িয়েছে ? বাঁশী বাজাতে বাজাতে আমি কতদিন আনমনা হয়েছি--আমার প্রাণ তোদের জন্য কেঁদে উঠেছে, আজ, অরূপা, তুই তোর স্বামীর প্রাণ ভিক্ষে চাচ্ছিস্‌—তার চেয়ে বড, তার মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান-ভক্তির সঞ্চার যাতে হয়, সেই বর চাচ্ছিস্‌, আমি উভয়ই তাকে দিলেম।”

কালীয় আর থাক্‌তে পারলে না ; সে বলে উঠল, “আমার বাকী মাথাগুলি চলে গিযে এই আমার মাথাটা উঁচু হয়ে উঠেছে। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার স্পর্দ্ধা, দম্ভ, সবই গেছে—এখন আমি তোমার পায়ের নীচে তৃণের মত হয়ে আছি। আহা, তোমাকে দংশন করে কত না বেদনা দিয়েছি, এখনও আমার মস্তকটা কুশাঙ্কুরের মত তোমার কোমল পাদপদ্মে বিঁধছে। আমাকে আরও কোমল করে



নেও, আমাকে তোমার যোগ্য করে নেও, আমার চোখের রক্তিমা হরণ কর, তোমার শ্যামরূপ দেখাবার যোগ্যতা এদের দেও, আত্মপ্রশংসার দুন্দুভি শুনে শুনে কর্ণ বধিব হয়ে গেছে—তোমার অপূর্ব্ব বংশীর স্বর, যা অরূপা শুনতে পেয়েছে—তা তো আমি শুনতে পাই নাই,—আমার কর্ণ সেই মধুর স্বর শুনতে পারে, এমন শক্তি দাও। অরূপার ন্যায় পত্নী লাভের যথার্থ যোগ্যতা দিয়ে আমায় ধন্য কর।" এই বল্‌তে বল্‌তে কালীয়ের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু পড়্‌তে লাগ্‌ল, কৃষ্ণের অমৃত স্পর্শে কালীয়ের শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা ও অবসাদ ঘুচে গেল—অরূপা ও অঙ্গনা কোন কথাই বলে নি, তারা জোরহাত করে কৃষ্ণের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অবিরত চোখের জল পড়্‌ছিল, সেই চোখের জল দিয়েই তারা তাদের সমস্ত ভক্তি ও প্রার্থনা জানাচ্ছিল। জিহ্বা বাচালতা করে এই নীরব নিবেদনের একাগ্রতা নষ্ট করে নাই।

এমন সময় কালীয় হ্রদের জল প্রকম্পিত করে, আকাশ আলোডন করে, বহুযুগ-সঞ্চিত করুণার



বাণীর ন্যায়, চোখে অশ্রুর বান ডেকে এনে—এক মহা করুণ গাথার ন্যায়—বলাইদার শিঙ্গা বেজে উঠল। সেই শিঙ্গা শুনে কৃষ্ণ ত্রস্ত হলেন, তিনি পা দুখানি কালীযের মাথায় রেখে, তাকে এবং দুই নাগকন্যাকে আকর্ষণ করে হ্রদ-জলের উপবে উঠ্‌তে লাগলেন।

এবার ব্রজ গোপ ও গোপীরা দেখ্‌তে পেল সেই শিখিপুচ্ছ, যা তারা শেষ বার দেখে কেঁদে ভেসে যাচ্ছিল,—এবার ক্রমঃ প্রকটিত শিখিপুচ্ছ দেখে তারা পুলকাশ্রুতে ভেসে গেল।

অল্প পরেই দেখা গেল সেই নয়নাভিরাম মূর্ত্তি, পাদপদ্মের নীচে কালীয়, দুই পার্শ্বে দুই নাগকন্যা—এদৃশ্য যে এদেশের চিত্রকরেরা এঁকে এঁকে পুরাণ করে দিয়েছে—কিন্তু তোমরা হয়ত এই গল্পটি ঠিক এমন ভাবে শোন নি।

কৃষ্ণ বল্লেন "কালীয়। তুমি এই হ্রদ ত্যাগ কর, দক্ষিণদিকে রমণকদ্বীপ আছে—তথায় যাও, সেইখানে বহুনাগ জলের নীচে ডুবে আছে—সেই দ্বীপ অতি



বিশাল, সেখানে তোমাকে গরুড়ের ভয়ে জলের নীচে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে না।"

কালীয় নির্ভরের ভাবে—ব্যাকুল ভক্তির সহিত কৃষ্ণের দিকে চাইল। কৃষ্ণ বল্লেন "কোন আশঙ্কা নেই, আমি তোমাব মাথায় আমার পদাঙ্ক এঁকে দিচ্ছি, গরুড় তোমাব রাজ্যে কখনই আসবে না।" অক্রূপার মুখ লক্ষ্য করে বল্লেন "বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে! এই মাটীর বৃন্দাবন ফেলে মনে নিত্য-বৃন্দাবন গ'ড়ে রেখ,—আমি সেই বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা ও কোথায় যাই না। আমাকে সেখানে সর্ব্বদাই পাবে।"

নাগ জগৎ এইভাবে বৃন্দাবন হতে অপসৃত হ'ল।

(১০)

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "যে পাদপদ্ম পাবার লোভে মুণিঋষিরা উপবাস করে—অর্দ্ধাশন করে, গাছের তলায় গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির ভিতর থেকে—শীতকালে হিমশীতল জলের মধ্যে থেকে—কত তপস্যা করেন। কালীনাগ কৃষ্ণদ্বেষী হয়ে কি ক'রে সেই পাদপদ্ম মাথায় পেয়েছিল?"



শুকদেব বল্লেন, "পূর্ব্বজন্মে কালীয় এক দেশের অধিপতি ছিল, তার নাম ছিল 'সর্ব্বমোচন',—রাজা অতি ক্রূর-প্রকৃতি ছিলেন, প্রজাদিগকে অতিশয় উৎপীড়ন করতেন। কত নির্দ্দোষী ব্যক্তি যে তাঁর কোপে পড়ে পীড়িত হ'ত তার সংখ্যা নাই, এঁর উৎপীড়নের কথা যে মুখ ফুটে বল্‌ত, তার প্রতি তিনি অতি নৃশংস ব্যবহার করিতেন। কোন এক রমণী একদা তাঁর ব্যবহারের আলোচনা করেছিলেন, এই শুনে তিনি তাঁর সদ্যঃজাত শিশুটিকে স্তন্য দিতে বাধা দিয়ে শুকিয়ে মেরে ফেলে ছিলেন। এই শেষ অপরাধের ভার আর প্রকৃতি সহ্য কর্‌তে পারলে না। তিনি দারুণ যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হ'লেন।

অতি দুষ্ট লোকও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের স্বভাবের দোষ দেখ্‌তে পায়। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হ'য়ে, মৃত্যু আসন্ন মনে করে, সর্ব্বমোচন নিজের পাপরাশির জন্য অনুতাপ বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। মৃত্যুর ভয়ে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। যে সকল লোকের প্রতি অত্যাচার করেছিলেন,